আনন্দমঠ

(আনন্দমঠের স্ত্রীচরিত্র বর্জ্জিত নাট্যরূপ)

শ্রীঅপূর্ব্বসুন্দর মৈত্র

মূল্য ১।০

চরিত্র-লিপি

সত্যানন্দ	...	আনন্দমঠের অধ্যক্ষ
মহেন্দ্র	...	পদচিহ্নের জমিদার
জীবানন্দ ভবানন্দ জ্ঞানানন্দ ধীরানন্দ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দ	...	আনন্দমঠের প্রধান সন্তানগণ
নবীনানন্দ	...	সন্তান,—ছদ্মবেশী শান্তি
ডানিওয়ার্থ্	...	শিবগ্রামের রেশমের কুঠির অধ্যক্ষ
ক্যাপ্টেন টমাস্	...	কোম্পানীর সেনাপতি
মেজর এড্ওয়ার্ড্স্	...	ঐ
লিণ্ড্লে	...	সেনাপতির অধীনস্থ কর্ম্মচারী
মুন্সী	...	ডানিওয়ার্থ সাহেবের নায়েব
নজরুদ্দি	...	ফৌজদারের সিপাহীদের জমাদার

ফৌজদারের সিপাহীগণ, কোম্পানীর সিপাহীগণ, দস্যু-সর্দ্দার,
দস্যুগণ, ডানিওয়ার্থের কর্ম্মচারিগণ, ইংরাজের চর,
সন্তান সৈন্যগণ ও মহাপুরুষ।

আনন্দমঠ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[১১৭৬ সাল—জ্যৈষ্ঠ মাস—মহামন্বন্তর-কবলিত বাংলার একটি চটি। চটি জনশূন্য। শুধু বড় বড় ঘর খাঁ-খাঁ করিতেছে—মানুষ কেহ নাই। দুর্ভিক্ষের ভয়ে সকলেই দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়,—চটির মধ্যে অন্ধকার নামিতেছে। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে দাঁড়াইয়া পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্র সিংহ বন্দুক কাঁধে করিয়া পায়চারি করিতেছেন। গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিবার পর অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি স্ত্রী ও কন্যার সহিত এই চটিতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। অন্ধকারে তাঁহাদের ভাল দেখা যাইতেছে না—শুধু কাহারা যেন ছায়ার মত বসিয়া আছে মনে হইতেছে।]

মহেন্দ্র। [সেই ছায়া মূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া] দুর্ভিক্ষের কবলে প'ড়ে একে একে সকলেই ত' চ'লে গেছে কল্যাণী, শুধু পড়ে আছি আমি, তুমি আর এই দুধের মেয়ে! আমাদের ভাগ্য আরও মন্দ। আজ রাত্রে এই ভাঙ্গা চটিতে বাস করা ছাড়া আর কোন উপায়

নেই! রাত্রে পথ চল্‌তে গেলেই দস্যুর হাতে পড়তে হবে। দেশ এখন অরাজক—দস্যু-তস্করের ভয় এখন সর্ব্বত্র। তোমার কোন ভয় নেই কল্যাণী! নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর, পার ত' একটু ঘুমিয়ে নাও। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদে পদচিহ্ন গ্রাম থেকে এই চটি পর্য্যন্ত এতখানি পথ তুমি হেঁটে এসেছ। জমিদার বাড়ির বধূ তুমি,—তোমার ত এতো হাঁটার অভ্যাস নেই! খুব কষ্ট হ'য়েছে তোমার,—সে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। একটু ঘুমিয়ে নাও! আমি দরজার কাছেই পাহারা দিচ্ছি।

[পদচারণ করিতে লাগিলেন।]

[সহসা যেন কল্যাণীর ডাক শুনিয়া] এ্যাঁ?—কি ব'ল্‌ছ?······ [দরজার নিকটে সরিয়া গেলেন ও কান পাতিয়া কি শুনিলেন।] এ্যাঁ?—দুধ চাই?—নইলে মেয়েটা বাঁচ্‌বে না? তাইতো, এ সময় দুধ কোথায় পাব? লোকজন ত' আশে পাশে কেউ কোথাও নেই! আচ্ছা, দেখি একবার চেষ্টা ক'রে। তুমি একটু সাহস ক'রে একা থাক। শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, যদি গাইটাই কোথাও থাকে, আমি দুধ আন্‌বই!

[মহেন্দ্রের প্রস্থান।]

[কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখা গেল। অতিশয় শুষ্ক শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, অর্দ্ধোলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। সে দাঁড়াইয়া উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া কি দেখিল। তারপর একটা হাত তুলিয়া কাহাকে যেন সঙ্কেতে ডাকিল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অর্দ্ধোলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটা আসিল, তারপর

আর একটা আসিল, তারপর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা চটির মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথম ছায়ামূর্ত্তি—অর্থাৎ তাহাদের দলপতি সকলকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল।]

দলপতি। ভাই সব! ঐ দেখ—শিকার!

[সকলে সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল।]

দলপতি। চুপ্—চুপ্—গোলমাল করো না! একেবারে চুপি চুপি গিয়ে ক্যাঁচ্ ক'রে ধরব!

১ম দস্যু। দেখ্ছ—দেখ্ছ সর্দ্দার! অন্ধকারের মধ্যে কি যেন চক্ চক্ ক'রুছে?

২য় দস্যু। কৈ? কৈ? হ্যাঁ তো!

দলপতি। [দেখিয়া] বম্ কালী!······গয়না!—সোনার গয়না!

[সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।]

চুপ্! চুপ্! আমাদের শিকার মেয়েমানুষ আর তার সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে, মেলা গয়না গায়ে! আজ কপাল ভাল!

৩য় দস্যু। ভাল না ছাই! গয়না নিয়ে কি হ'বে! গয়না খেয়ে ত' আর পেট ভরুবে না।

সকলে। ঠিক্ ব'লেছ, গয়না খেয়ে পেট ভরবে না। ক্ষিদে! ক্ষিদে! ভয়ানক ক্ষিদে! খাবার চাই! খাবার দাও সর্দ্দার, খাবার দাও।

দলপতি। চুপ্! চুপ্! গোলমাল করলে কিছুই পাবে না। তোমরা সব এইখানে দাঁড়াও। আগে ঐ মেয়েটার গয়না নিয়ে আসি ত'। তারপর ঐ গয়না দিয়েই খাবার পাওয়া যাবে।

[দলপতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে নারীকণ্ঠের সভয় চিৎকার শোনা গেল।]

[নেপথ্যে] মেরোনা—মেরোনা !······এই নাও আমার সব গয়না খুলে দিচ্ছি। দয়া ক'রে মেরোনা !

দলপতি। [নেপথ্যে] আচ্ছা, তাই দে !

[দলপতি কল্যাণীর সমস্ত অলঙ্কার লইয়া বাহিরে আসিল।]

দলপতি। এই দেখ, কত গয়না। সব সোনার—খাঁটি সোনার !

১ম দস্যু। কিন্তু ঐ গয়না নিয়ে আমরা কি করব ? খাবার দাও সর্দ্দার !

সকলে। হ্যাঁ খাবার দাও—খাবার দাও ! ক্ষিদে ! ভয়ানক ক্ষিদে !

২য় দস্যু। ও-গয়না আমরা চাই না !

সকলে। চাই না ; গয়না আমরা চাই না !

দলপতি। শোন ভাই সব, এই গয়না বেচে অনেক পয়সা হবে। সেই পয়সা দিয়ে অনেক খাবার কেনা যাবে।

৩য় দস্যু। দেশে কি আর লোক আছে যে তোমার গয়না কিন্‌বে ? আর পয়সাই বা আছে কার শুনি ?

২য় দস্যু। পয়সা দিলেও এখানে খাবার মিল্‌বে না সর্দ্দার !

দলপতি। এখানে না মিলুক্, সহরে মিল্‌বে ত' !

২য় দস্যু। সহরে যাবার আগেই সাবাড় হ'য়ে যাব সর্দ্দার, ক্ষিদের চোটে পথেই ম'রে যাব।

১ম দস্যু। দেখ্‌ছ ত' ভাই সব ! সর্দ্দার আমাদের খাবার দিতে পার্‌ল না ! ব্যাটা পাজি, বদ্‌মায়েস্।

৩য় দস্যু। মার্—মার্ সর্দ্দারকে !

সকলে। মার্—মার্—মার্ !

[সকলে দলপতিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং মারিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল। দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই সময় তাহাদের পশ্চাৎ দিয়া অতি সন্তর্পণে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত একটি ছায়ামূর্ত্তি ঘর হইতে নামিয়া চটি হইতে বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী তাহার কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া এই অবসরে পলাইল। বিবাদ-রত দস্যুরা তাহার পলায়ন জানিতে পারিল না।]

সকলে। [দলপতির মৃতদেহ ঘিরিয়া] জয় কালী! জয় কালী!……

১ম দস্যু। এতদিন শিয়াল কুকুরের মাংস খেয়েছি, এস ভাই আজ এই বেটাকে খাই! ক্ষিদেয় প্রাণ যায়!

২য় দস্যু। বম্ কালী!—ঠিক্ বলেছ! আজ নরমাংস খাব!

সকলে। বম্ কালী! বম্ কালী! নরমাংস খাব—নরমাংস খাব! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

৩য় দস্যু। শোন—শোন সকলে। যদি নরমাংস খেয়েই আজ প্রাণ রাখ্‌তে হয়, তবে এই বুড়োর শুক্‌নো মাংস কেন খাব? ঐ ত' —ঐ ঘরে আমাদের শিকার র'য়েছে, তার আবার একটা কচি মেয়েও আছে। এস ঐ কচি মেয়েটাকেই পুড়িয়ে খাই!

সকলে। ঠিক্ বলেছ। তাই চল—তাই চল—বম্ কালী! ধর্ মেয়েটাকে ধর্!……

[তাহারা ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল।]

১ম দস্যু। [ঘরের মধ্যে যাইয়াই বাহিরে আসিল] দাঁড়াও! দাঁড়াও সব! আর এসে কি হবে! পাখী উড়ে পালিয়েছে!

সকলে। পালিয়েছে?

১ম দস্যু। হ্যাঁ—হ্যাঁ পালিয়েছে!

২য় দস্যু। তবে চল ভাই সব, শিকার খুঁজে বার করি। কোথায় যাবে ওরা! আজ নরমাংস খাবই!

সকলে। বম্ কালী! ধর্—ধর্······!

[সকলের প্রস্থান]

[একটু পরেই শূন্য হস্তে মহেন্দ্রের প্রবেশ। নিতান্ত হতাশের মতই সে ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিল, এবং কল্যাণীর উদ্দেশে বলিতে লাগিল।]

মহেন্দ্র। নাঃ, কোথাও দুধ পেলাম না কল্যাণী! মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে গরু ঘোড়াও দেশ থেকে পালিয়েছে! আর না পালিয়েই বা ক'র্‌বে কি! অনাবৃষ্টিতে ত' দেশ ছারখার হ'য়ে গেছে—ঘাস পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে! কি খেয়ে বাঁচ্‌বে! তার ওপর ক্ষুধার্ত্ত মানুষ জন্তু-জানোয়ারকেও রেহাই দিচ্ছে না। পালাবেই ত'! তাদেরও ত' বাঁচতে হবে!······[একটু পরে] তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ কল্যাণী?—কল্যাণী!······কল্যাণী!······ এ কি! সাড়াশব্দ নেই কেন? এত ডাক্‌ছি তবুও ঘুম ভাঙ্গছে না? দেখি—

[ঘরের মধ্যে গেলেন। ঘর হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।]

[নেপথ্যে] এ কি! ঘরেও যে কেউ নেই ব'লেই মনে হ'চ্ছে! কল্যাণী!—কল্যাণী!······কোথায় তুমি?······কল্যাণী!—সাড়া দাও! তুমি কি ঘরের মধ্যে নেই? কোথায় তুমি?······ সাড়া দাও!

[ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে মহেন্দ্র বাহিরে আসিলেন।]

ঘরে কল্যাণী নেই। কিন্তু এই অন্ধকারে কোথায় গেল?

কেনই বা গেল? নিশ্চয় দস্যুর কবলে প'ড়েছে! হায়—হায়! কল্যাণীকে দস্যুরা অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে!·· ···কেন আমি তাকে একা ফেলে রেখে গেলাম! কল্যাণী!—কল্যাণী! —কল্যাণী!······

[উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে মহেন্দ্র পাগলের মত চটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নেপথ্যে সঙ্গীত শুনা গেল।]

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে!
হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বনপথ। পরদিন প্রাতঃকাল। মহেন্দ্র সিংহ অন্ধকার রাত্রিতে তাঁহার স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধান ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই, রাত্রে চটির চারিদিকে খুঁজিয়া চটিতেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে চটি হইতে বাহির হইয়া বনপথ দিয়া নগরাভিমুখে চলিতেছেন। ইচ্ছা, নগরে গিয়া রাজপুরুষদের সহায়তায় স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধান করিবেন। এই সময় সেই পথেই বিপরীত দিক হইতে একদল সিপাহী বাংলার কর বাবদ ধনরত্ন লইয়া কলিকাতায় কোম্পানীর ধনাগারে যাইতেছিল। মহেন্দ্র সিপাহীদের আসিতে দেখিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন।]

১ম সিপাহী। ওঃ ভাই! সহরমে গাঁওসে বহুত্ আদমী আগিয়া। সবকোই ভিখ মাঙ্গ্তা! কহ্তা কি, খানে দেও—পরনে দেও

—আউর্ রহ্‌নে কে লিয়ে জমিন্ দেও! আরে ভাইয়া, কৌন্ খানাপিনা দেওঙ্গে! আভি বঙ্গালমে আঁটা আউর ঘিউ বহুত্ কম্‌তি হোগিয়া।

২য় সিপাহী। ঠিক্ বাত্ ভেইয়া! আউর ভিখ্ মাঙ্গ্‌নে ওয়ালোঁকে সাথ্ সাথ্ বহুত্ চোরা-ওঁরা ভি সহর্‌মে আগিয়া!

৩য় সিপাহী। গাঁওমে ভি হ্যায়! হাম্ শুনা হ্যায় সড়কপর জুলুম হর্‌দম হিঁ হোতা হ্যায়!

১ম সিপাহী। উহাঁ—সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী ডাকু কহ্‌তা! খুব হুঁসিয়ার! সাথ্‌মে বহুত রূপেয়া হ্যায়! কোম্পানীকা রূপেয়া!

২য় সিপাহী। [মহেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া] আরে—আরে! ও কৌন্ হ্যায়!

১ম সিপাহী। এ-হি একৃঠো ডাকু ভাগ্‌তা। পাকৃড়ো উস্‌কো।

মহেন্দ্র। এ-কি! তোমরা আমাকে ধ'র্‌ছ কেন?

২য় সিপাহী। শালা চোর!

[তাহার বন্দুক কাড়িয়া লইল।]

[মহেন্দ্র তাহাদের সহিত প্রথমে লড়িতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহারা দলে ভারী। সুতরাং তাহাকে পরাস্ত করিয়া রজ্জু দিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া দিল।]

১ম সিপাহী। আও! চলো!……

[তাহারা যাইতেছিল। সহসা সম্মুখে কাহাকে দেখিয়া।]

আউর্ এক—আউর্ এক ডাকু!—

২য় সিপাহী। কাঁহা জী?

১ম সিপাহী। উ দেখো,—গাছ্‌কা বগল্‌মে! পাকৃড়ো উসকো—পাকড়ো।

[দ্বিতীয় সিপাহী ছুটিয়া গেল এবং সন্ন্যাসীর বেশ পরিহিত ভবানন্দকে ধরিয়া আনিল।]

ভবানন্দ। [মৃদু হাসিয়া] আমাকে ধ'রে আন্‌লে কেন বাপু ?

২য় সিপাহী। তোম্ শালা ডাকু হ্যায়।

১ম সিপাহী। বাঁধো উস্‌কো !

[ভবানন্দের হস্তও রজ্জুদ্বারা বাঁধিল।]

ব্যাস্, ঠিক্ হ্যায় ! চলো—

৩য় সিপাহী। থোড়া ঠার্ যাও ভেইয়া ! জেরাসে খইনি লগাও !

১ম সিপাহী। হাঁ—হাঁ ঠিক্ বাত্ ! খৈনি বানাও [মহেন্দ্র ও ভবানন্দের প্রতি] চুপ্‌চাপ্ খাড়া রহো !

[এই বলিয়া তাহারা খৈনি প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ভবানন্দ মহেন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাহাদের অজ্ঞাতে নিম্নকণ্ঠে কথা বলিতে লাগিল।]

ভবানন্দ। মহেন্দ্র সিংহ !

মহেন্দ্র। তুমি কে ? আমার নাম জান্‌লে কি ক'রে ?

ভবানন্দ। আমি তোমায় চিনি মহেন্দ্র সিংহ। তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে এসেছি, ইচ্ছে ক'রেই সিপাইদের হাতে ধরা দিয়েছি।

মহেন্দ্র। কিন্তু তুমি কে ?

ভবানন্দ। কে আমি, তা' এখন শোন্‌বার প্রয়োজন নেই। আমি যা' বলি তাই সাবধানে কর। দেখ, আমার কোমরে একটা খোলা ছুরি বাঁধা আছে। তোমার হাতের বাঁধনটা তাতে ঘ'ষে কেটে ফেল।

[মহেন্দ্র তাহাই করিলেন]

এবার আমার বাঁধন খুলে দাও।

[মহেন্দ্র ভবানন্দর বাঁধন খুলিলেন।]

মহেন্দ্র। কিন্তু এখন পালাই কি ক'রে ? ওরা দেখ্‌তে পেলে ত' গুলি ক'র্‌বে !

ভবানন্দ। দেখা যাক্ ভেবে, কি করা যায় !

[এই সময় আর একজন সন্ন্যাসী সেই পথে আসিল।]

১ম সিপাহী। [তাহাকে দেখিয়া] আরে আউর একশালা ! পাকড়্‌কে লে আও ! উন্ লোগ সব শিরপর সামান্ লে যায়গা।

[একজন সিপাহী তাহাকে ধরিয়া কাছে আনিল। সে নীরবে কাছে আসিল।]

এই শালা ! শিরপর সামান্ উঠাও ! শুন্‌তা নেহি, উঠাও ! এই শালা·· ···!

[বন্দুকের বাঁট দিয়া সন্ন্যাসীকে এক গুঁতা মারিল, সঙ্গে সঙ্গে অদূরে পিস্তলের শব্দ হইল এবং প্রথম সিপাহী মাথায় গুলিবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে 'হরি'· 'হরি' রবে সেই বনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বহু সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিল।]

সন্ন্যাসীগণ। হরি—হরি—হরি—হরি ! সিপাই মার !—সিপাই মার !

[সিপাহীগণ ধনরত্ন ফেলিয়া ভয়ে পলাইল।]

[ভবানন্দ আসিয়া সেই আগন্তুক সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিলেন।]

ভবানন্দ। ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ ক'রেছিলে।

জীবানন্দ। ভবানন্দ, তোমার নাম সার্থক হোক্ ! শোন ভাই সন্তানগণ, সিপাহীরা ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু তাদের ধনরত্ন ফেলে গেছে। চল, এই ধনরত্ন নিয়ে গিয়ে আমরা আনন্দমঠের ধনাগারে জমা করে রাখি ! প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হবে। ধনরত্নে এখন আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

[সকলে ধনরত্নপূর্ণ মোটগুলি উঠাইয়া লইয়া জীবানন্দের সঙ্গে চলিয়া গেল। রহিল শুধু ভবানন্দ ও মহেন্দ্র।]

মহেন্দ্র। বল, তুমি কে?

ভবানন্দ। তোমার তাতে প্রয়োজন কি?

মহেন্দ্র। প্রয়োজন আছে। আজ তোমার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

ভবানন্দ। সে বোধ যে তোমার আছে এমন ত' বুঝ্‌লাম না! যখন সকলে এসে সিপাইদের আক্রমণ কর্‌ল, তখন অস্ত্র হাতের কাছে থাক্‌তেও তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে। জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ কর্‌তে মজবুত, কাজের বেলায় হনুমান!

মহেন্দ্র। এ যে কুকাজ,—ডাকাতি!

ভবানন্দ। হোক্ ডাকাতি! শোন, আমরা তোমার কিছু উপকার কর্‌বার ইচ্ছা রাখি।

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, তোমরা আমার কিছু উপকার করেছ বটে! কিন্তু আর কি উপকার কর্‌বে! আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবানন্দ। উপকার গ্রহণ কর না কর সে তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে এস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেব।

মহেন্দ্র। সে-কি? আমার স্ত্রী-কন্যা—?

ভবানন্দ। [হাসিয়া] হ্যাঁ—তাই! ভেবে দেখ যাবে কি-না! আমি ততক্ষণ এইখানে একটু বসি।

[ভবানন্দ এক বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিল ও গান ধরিল]

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

মহেন্দ্র। থাম। মাতা!— মাতা কে?

ভবানন্দ। [গাহিতে লাগিলেন]

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

মহেন্দ্র। এতো দেশ,—এ তো মা নয়।

ভবানন্দ। আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই; আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ-শীতলা শস্যশ্যামলা—

মহেন্দ্র। তবে আবার গাও।

ভবানন্দ। বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ্তখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

মহেন্দ্র। [সবিস্ময়ে] তোমরা কারা?

ভবানন্দ। আমরা সন্তান,—মায়ের সন্তান। তুমি সন্তান হবে?

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পেলে আমি কিছু বল্‌তে পার্‌ব না।

ভবানন্দ। চল, তবে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখ্‌বে চল।

মহেন্দ্র। দেখ, একটা কথা! যদি স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ করতে না হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।

ভবানন্দ। তা হয় না মহেন্দ্র। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী-কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে দেখা করা হবে না। তাদের রক্ষার জন্যে অবশ্য উপযুক্ত বন্দোবস্তই করা যাবে। কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাদের মুখদর্শন নিষেধ! কি মনে কর?

মহেন্দ্র। না, আমি এ ব্রত গ্রহণ করব না।

ভবানন্দ। বেশ, তবে এস।

[উভয়ের প্রস্থান। ভবানন্দ বন্দেমাতরম্ গাহিতে গাহিতে চলিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[আনন্দমঠ—শ্রীবিষ্ণুমণ্ডল। মন্দিরাভ্যন্তর অত্যন্ত প্রশস্ত, কিন্তু অন্ধকার। ঊর্দ্ধভাগে শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজ এক বিরাট মূর্ত্তি। কক্ষের বাম প্রান্তে জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি, মধ্যে দশভুজা দুর্গা প্রতিমা এবং দক্ষিণ প্রান্তে কালিকা মূর্ত্তি। কক্ষে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহাতে সেই বিরাট কক্ষের অন্ধকার দূরীভূত হয় নাই। সেই স্বল্পালোকিত কক্ষে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া সত্যানন্দ ধ্যাননিমগ্ন, পার্শ্বে দণ্ডায়মান জীবানন্দ। কিছুক্ষণ পরে সত্যানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া উচ্চারণ করিলেন—]

সত্যানন্দ। বন্দে মাতরম্!

[পরে ভক্তিভরে মায়ের চরণে প্রণাম করিলেন। জীবানন্দও মাতাকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর সত্যানন্দ ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।]

সত্যানন্দ। আশা করি তোমার চেষ্টা সফল হ'য়েছে?

জীবানন্দ। হ্যাঁ প্রভু, কোম্পানীর সমস্ত অর্থই আমাদের হস্তগত হ'য়েচে।

সত্যানন্দ। অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ক'রছে?

জীবানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্যানন্দ। ধনাগারে জমা দিয়েছ ?

জীবানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্যানন্দ। উত্তম! ঐ অর্থ সমস্তই সন্তানদের—বাংলা দেশে যার যত সন্তান আছে তাদের। দুর্দ্দান্ত রেজাখাঁ এই দারুণ মন্বন্তরেও সন্তানদের কাছে থেকে রাজস্ব আদায় করে কোম্পানীর ধনাগারে পাঠাচ্ছিল। তাই আমি সে অর্থ কেড়ে আন্‌বার আদেশ দিয়েছিলাম, কারণ সন্তানদের অর্থে সন্তানদেরই সম্পূর্ণ অধিকার! এই দুর্দ্দিনে সে অর্থ সন্তানদের প্রয়োজনেই নিয়োজিত হবে।

[মহেন্দ্রকে লইয়া ভবানন্দের প্রবেশ।]

ভবানন্দ। [সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া] প্রভু! দাস আজ্ঞা প্রতিপালন করেছে!

সত্যানন্দ। আমি অত্যন্ত সুখী হলাম ভবানন্দ!

[সত্যানন্দ ইঙ্গিত করিলেন। জীবানন্দ ও ভবানন্দ চলিয়া গেল।]

সত্যানন্দ। [মহেন্দ্রকে] তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হ'য়েছি মহেন্দ্র! কেবল দীনবন্ধুর কৃপায় কাল রাত্রে তোমার স্ত্রী কল্যাণীকে আমি রক্ষা ক'রে এই আনন্দমঠে নিয়ে আস্‌তে পেরেছি!

[এতক্ষণ পরে মহেন্দ্র সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন।]

সত্যানন্দ। তোমার মঙ্গল হোক্।

মহেন্দ্র। আপনার কৃপা আমি জীবনে ভুল্‌বো না! কিন্তু কেমন ক'রে আমার স্ত্রী-কন্যাকে উদ্ধার কর্‌লেন? তাদের সংবাদ পেলেন কোথায়?

সত্যানন্দ। কাল সন্ধ্যার কিছু পরে আমি কার্য্য-ব্যপদেশে এই আনন্দ মঠের সংলগ্ন অরণ্যে বিচরণ কর্‌ছিলাম। সহসা অন্ধকার বনমধ্যে শিশুর ক্রন্দন শব্দের সঙ্গে ভয়ার্ত্ত মাতার চীৎকার শুন্‌তে পেলাম। একটু পরেই কানে এলো দস্যুদের কোলাহল। মুহূর্ত্তেই বুঝ্‌তে পারলাম, কোন নারী ও শিশুকে নিশ্চয়ই দস্যুরা নির্য্যাতন কর্‌ছে! শিশুর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম এক বৃক্ষতলে, সেখানে গিয়ে দেখ্‌তে পেলাম তোমার স্ত্রী ও কন্যাকে। কন্যাটি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে ক্রন্দন করছে আর মাতা সভয়ে সকাতরে মধুসূদনকে ডাক্‌ছেন। অরণ্যের চারিদিকে দস্যুদল তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তোমার স্ত্রীকে অভয় দিয়ে এই আনন্দমঠে সেই রাত্রেই নিয়ে এলাম।

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার সংবাদ ?

সত্যানন্দ। তোমার পরিচয় এবং সংবাদ তোমার স্ত্রীর মুখে পেয়ে আমি ভবানন্দকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে খুঁজে আনার জন্যে। সে খুব শীঘ্রই তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছে।

মহেন্দ্র। ব্রহ্মচারী! আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। কিন্তু এই বৃহৎ কক্ষ—এই সব মূর্ত্তি···এ সব কি ? এখানে কি হয় ?

সত্যানন্দ। [ঈষৎ হাসিয়া] এ আমাদের মন্দির—এখানে আমরা দেবতার পূজা করি। আর এই সব মূর্ত্তি ? এস—তোমায় ভাল ক'রে দেখাই!

[এই বলিয়া সত্যানন্দ প্রদীপটি বাম হস্তে উঠাইয়া লইলেন এবং শ্রীবিষ্ণুর বিরাট মূর্ত্তির সম্মুখে আলো ধরিলেন।]

সত্যানন্দ। দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, পাচ্ছি। ইনি—

সত্যানন্দ। ইনি শ্রীবিষ্ণু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমান-প্রায় স্থাপিত। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখেছ ?

মহেন্দ্র। দেখেছি। উনি কে ?

সত্যানন্দ। মা।

মহেন্দ্র। মা কে ?

সত্যানন্দ। আমরা যাঁর সন্তান। বল—বন্দে মাতরম্ !

মহেন্দ্র। বন্দে মাতরম্ !

[সত্যানন্দ শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন, মহেন্দ্রও যন্ত্রচালিতের মত তাঁহার সঙ্গে প্রণাম করিল। তাহার পর সত্যানন্দ কক্ষের বাম পার্শ্বে স্থিত মূর্ত্তির সম্মুখে আলো ধরিলেন।]

সত্যানন্দ। দেখ।

মহেন্দ্র। ইনি কে ?

সত্যানন্দ। জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা—যা ছিলেন। এঁকে প্রণাম কর। বল বন্দে মাতরম্ !

মহেন্দ্র। বন্দে মাতরম্ !

[উভয়ে প্রণাম করিলেন। এবার সত্যানন্দ দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া আলো ধরিলেন।]

মহেন্দ্র। [সভয়ে] এ-কি !

সত্যানন্দ। দেখ, মা—যা হয়েছেন।

মহেন্দ্র। কালী ?

সত্যানন্দ। কালী,—কালিমাময়ী, হৃতসর্ব্বস্বা, পদতলে শিব, নিজের মঙ্গল নিজেই পদদলিত করছেন, আজ দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান,—তাই মা কঙ্কালমালিনী !

মহেন্দ্র। হাতে খেটক খর্পর কেন ?

সত্যানন্দ। আমরা সন্তান, মার হাতে এই অস্ত্র দিয়েছি মাত্র। বল বন্দে মাতরম্।

মহেন্দ্র। বন্দে মাতরম্!

[উভয়ে প্রণাম করিলেন। অবশেষে সত্যানন্দ কক্ষের মধ্যস্থিত দশভুজার মূর্ত্তির সম্মুখে আলো ধরিলেন]।

সত্যানন্দ। এই দেখ—মা যা হবেন!

মহেন্দ্র। [সবিস্ময়ে] দশভুজা!

সত্যানন্দ। হ্যাঁ,—দশভুজা মাতা! দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাতে আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ;—এস আমরা মাকে প্রণাম করি।

সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র। বন্দে মাতরম্!

[উভয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।]

মহেন্দ্র। প্রভু, এবার আমার স্ত্রীকন্যার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন্!

সত্যানন্দ। আমি এখানেই এখন থাক্‌ব মহেন্দ্র! তোমাকে পথ ব'লে দিচ্ছি, একা যেতে হবে। যে পথে এখানে এসেছ, সেই পথে মন্দিরের বাইরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখ্‌তে পাবে। কল্যাণী এপর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তারা বসে আছে, সেইখানে ভক্ষ্যসামগ্রী পাবে। তাকে খাইয়ে তোমার যা' অভিরুচি তাই করো। এখন আর আমাদের

কারও সাক্ষাৎ পাবে না। তোমার মন যদি এই রকমই থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে তোমাকে দেখা দেব।

[মহেন্দ্র সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।]

[জীবানন্দের প্রবেশ।]

এই যে জীবানন্দ! শোন, মহেন্দ্র আস্‌বে। সে এলে সন্তানের বিশেষ উপকার হবে, কেননা তাহ'লে ওর পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হবে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাকে গ্রহণ করো না। তোমাদের হাতের কাজ শেষ হ'লে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক একজন ওর অনুসরণ করো, সময় হলে ওকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত ক'রো। আর সময় হোক্ অসময় হোক্ ওদের রক্ষা করো। কেননা যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইপ্রকার ধর্ম্ম।

জীবানন্দ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[ধীরানন্দ ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন।]

ধীরানন্দ। মহারাজ!

সত্যানন্দ। কি সংবাদ ধীরানন্দ? তোমাকে এত চঞ্চল দেখ্‌ছি কেন?

ধীরানন্দ। মহারাজ! মহেন্দ্রসিংহ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করেছেন।

সত্যানন্দ। একা—!

ধীরানন্দ। হাঁ—মহারাজ!

সত্যানন্দ। [হাসিয়া]—অবোধ!—জানে না যে আনন্দমঠের এ কানন থেকে পথ চিনে বাইরে যাওয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তির সাধ্যাতীত! তুমি যাও ধীরানন্দ, মহেন্দ্রসিংহের অনুসরণ কর। না—না, অনুসরণ কর্‌লে হবে না—তাকে সঙ্গে নিয়ে কাননের বাইরে পথের ওপর পৌঁছে দিয়ে এস।

ধীরানন্দ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ !

[ধীরানন্দ চলিয়া গেলেন।]

জীবানন্দ। মহারাজ ! —আপনার অনুমান তা'হলে······

সত্যানন্দ। ভাব্‌ছ মিথ্যা হবে ? না জীবানন্দ, আমার অনুমান সত্য, মহেন্দ্র আস্‌বেই।

জীবানন্দ। তবে সে ফিরে যাচ্ছে কেন ?

সত্যানন্দ। [হাসিয়া] দেখা যাক্ কতদূর সে যায় !······আমাকে এখুনি একবার আনন্দমঠের বাইরে যেতে হবে জীবানন্দ, কাননের বাইরেও যেতে হতে পারে। ফির্‌তে যদি বিলম্ব হয়, তুমি কাজ চালিয়ে নিও।

[ব্যস্ত হইয়া সত্যানন্দ প্রস্থান করিলেন।]

জীবানন্দ। প্রভুর হঠাৎ এই ব্যস্ততা !—এর নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। মনে হচ্ছে না যে তাড়াতাড়ি ফির্‌বেন ! যা হোক্ আমার কর্ত্তব্য আমি করি।

[জীবানন্দ ডাকিলেন।]

জীবানন্দ। কে আছ সন্তান ! মন্দিরের মধ্যে একবার এসো !

[জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।]

জ্ঞানানন্দ ! মহারাজ একাকী মঠের বাইরে কোথায় গেলেন ! তুমি তাঁর দেহরক্ষার জন্যে অনুসরণ কর।

জ্ঞানানন্দ। যথা আজ্ঞা !

[সে অগ্রসর হইল।]

জীবানন্দ। না, দাঁড়াও ! তুমি মঠে থাক,—আমিই যাই ! আমার ফিরে আস্‌তে যদি বিলম্ব হয়, মঠের কাজ চালিয়ে নিও।

[জীবানন্দের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

[নদীতীরস্থ পথ—অদূরে বন। পথের ধারে একটি বৃক্ষের অন্তরালে কল্যাণীর সংজ্ঞাহীন দেহ। দেহ সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতেছে না, বৃক্ষকাণ্ডের ফাঁকে তাহার কিয়দংশ দেখা যাইতেছে মাত্র। মহেন্দ্রসিংহ সেই দেহের উপর উপুড় হইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতেছেন।]

মহেন্দ্র। কল্যাণি! কল্যাণি! কথা বল! সাড়া দাও! কল্যাণি! কল্যাণি! কল্যাণি!—এ-কি! এ-কি! নাড়ির স্পন্দন যে থেমে গেল। কল্যাণি, চ'লে গেলে? এম্‌নি ক'রে আমাকে একা ফেলে তুমি চ'লে গেলে কল্যাণি?······ আমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করব ব'লেছিলাম—তাই বুঝি অভিমান ক'রে চ'লে গেলে!······হায়-হায়!—কেন আমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করব বলেছিলাম! ভগবান!—একি করলে? এ-কি করলে?······

[ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সহসা অদূরে মেঘগম্ভীরকণ্ঠ শোনা গেল।]

নেপথ্যে সত্যানন্দ। হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

[সত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন।]

সত্যানন্দ। হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!

মহেন্দ্র। প্রভু!······

[মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিলেন]

প্রভু! কল্যাণী চ'লে গেছে—আমার ওপর অভিমান করে বিষপান ক'রে সে চ'লে গেছে। আমার শিশু কন্যা সেও······

সত্যানন্দ জানি। যে যাবার তাকে আট্‌কানো যায় না মহেন্দ্র! হৃদয় স্থির কর বৎস, বল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে

মহেন্দ্র। হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

সত্যানন্দ। হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

মহেন্দ্র। হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

সত্যানন্দ। হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

মহেন্দ্র। হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

[জমাদার নজরদ্দী কয়েকজন সিপাহী লইয়া উপস্থিত হইল।]

নজরদ্দী। এই শালা সন্ন্যাসী! বাঁধ্‌ একে! আজ সন্ন্যাসী বেটাদের একধার থেকে বেঁধে নিয়ে যাব। বেটারা কোম্পানীর রাজস্ব লুঠ ক'রেছে!

১ম সিঃ। যত বেশী ধ'রে নিয়ে যেতে পার্‌ব, কোম্পানীর কাছ থেকে তত বেশী পুরস্কার পাব জমাদার সাহেব!

নজরদ্দী। নিশ্চয়! সে কথা আর ব'ল্‌তে! বাঁধ ঐ বেটাকে!

[১ম সিপাহী সত্যানন্দকে বাঁধিল।]

[দ্বিতীয় সিপাহীকে] এই—তুই ঐ বেটাকে বাঁধ্‌!

২য় সিঃ। ওকে বাঁধবো কেন সাহেব? ওতো সন্ন্যাসী নয়!

নজরদ্দী। খুব বুদ্ধি! সন্ন্যাসী নয় ত' হ'য়েছে কি? সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিল ত!

২য় সিঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ,—তা' ছিল।

নজরদ্দী। তবে ও বেটাও সন্ন্যাসী।

২য় সিঃ। তবে বাঁধ্‌ব?

নজরদ্দী। আলবৎ!

২য় সিঃ। [মহেন্দ্রের কাছে গিয়া]—এই শালা সন্ন্যাসীর চেলা! হাত বাড়িয়ে দে।

মহেন্দ্র। খবরদার!—

[মহেন্দ্র তাহাকে মারিতে গেল।]

২য় সিঃ। [সভয়ে সরিয়া আসিয়া] ও জমাদার সাহেব! এ শালা যে ধমক দেয়!— মারতে আসে! কি রকম ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা দেখ্ছ, আমি একা বাঁধ্তে পার্ব না বাপু! তোমরা এসে ধর।

নজরন্দী। কি! বেটা মারতে আসে!—আয় দেখি সকলে মিলে ধরি বেটাকে!

[সকলে যাইয়া মহেন্দ্রকে ধরিল। মহেন্দ্র প্রথমে তাহাদের হাত এড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সিপাহীরা তাহাকে বাঁধিল।]

নাও, এবার হলো ত'! বেটার বেশী বজ্জাতি! সন্ন্যাসীর চেয়ে তার চেলার চোট বেশী!

মহেন্দ্র। [সত্যানন্দকে] প্রভু, আপনি যদি একটু সাহায্য কর্তেন তা'হলে এই পাঁচ বেটাকে অনায়াসেই মেরে ফেল্তে পার্তাম!

সত্যানন্দ। আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কোথায়? আমি যাঁকে এখুনি ডাক্‌ছিলাম তিনি ভিন্ন আমার আর বল নেই। যা' অবশ্য ঘটবে তার বিরুদ্ধাচরণ তুমি করো না বৎস! আমরা দু'জনে এই পাঁচজনকে কখনও পরাস্ত কর্তে পার্তাম না! চল দেখি কোথায় ওরা আমাদের নিয়ে যায়।

মহেন্দ্র। কিন্তু কল্যাণী আর আমার কন্যার সৎকার—

সত্যানন্দ। তার জন্যে চিন্তা করো না। মধুসূদন সব দিক্ রক্ষা কর্বেন।

নজরন্দী। এই শালারা—চল্!

সত্যানন্দ। চল বাবা, চল। দেখ বাপু, আমি হরিনাম করে থাকি—হরিনাম করায় কিছু বাধা আছে?

নজরন্দী। বাধা আর কি! যেতে যেতে যা' খুসী বলে চেঁচা! তাতে আমাদের কি? তবে তোর কোন ভয় নেই, তুই বুড়া সন্ন্যাসী, তোর খালাসের হুকুম হবে। ঐ বেটা বদ্মাস ফাঁসি যাবে। চল্—চল্।

সত্যানন্দ। ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী
মা কুরু ধনুর্ধর গমনবিলম্বনমতিবিধুরা সুকুমারী।

[সত্যানন্দ ঐ পদটি বার বার গাহিতে গাহিতে চলিলেন।]

[সকলের প্রস্থান]

[তখনও দূর হইতে সত্যানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। জীবানন্দ অপর দিক্ হইতে প্রবেশ করিলেন।]

জীবানন্দ। মহারাজের কণ্ঠস্বর! দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আস্ছে—
"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী
মা কুরু ধনুর্ধর গমনবিলম্বনমতিবিধুরা সুকুমারী।
তাঁর এ সঙ্কেতের অর্থ? এই ত' নদীতীর—এই নদীতীরে আবার কোন্ বরনারী প'ড়ে রয়েছে? সে কি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর? তাই কি প্রভু ব'ল্ছেন, বিলম্ব না ক'রে সেখানে যাও!······কিন্তু এখানে ত' কারুকেই দেখছিনে। আর প্রভুই বা কোথায় চলেছেন? দূর থেকে তাঁকে মুসলমানদের সঙ্গে যেতে দেখেছি। নিশ্চয় তিনি বিপদে প'ড়ে তাদের হাতে বন্দী হয়েছেন! তাইতো এখন কি করি! প্রভুর উদ্ধারই আমার প্রথম কাজ। কিন্তু তাঁর সঙ্কেতের অর্থ তা' নয়। তিনি কোন নারীকে রক্ষা কর্তে বল্ছেন। তবে তাই হোক্,—সেই নারীরই সন্ধান করি! তাঁর জীবনরক্ষা অপেক্ষাও

তাঁর আজ্ঞাপালন বড়—এই তাঁর কাছে প্রথম শিখেছি। দেখি খুঁজে কোন নারীর দেখা পাই কিনা!

[জীবানন্দ ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষতলে কল্যাণীর মৃতদেহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।]

ওকি!— ওখানে কে শুয়ে!

[ছুটিয়া বৃক্ষতলে গেলেন।]

একি! এ যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ! আর একটি শিশুকন্যা! এও কি মৃত?……[পরীক্ষা] না—না, এ এখনও জীবিত আছে! —একে বাঁচাতেই হবে! যাই, একে নিয়ে আমার ভগ্নী নিমাই-মণির বাড়ি রেখে আসি। তার কোন সন্তান নেই—সে মেয়েটিকে যত্নে পালন করবে!

[এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত কন্যাটিকে তুলিয়া লইলেন এবং অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অল্পদূর গিয়াই থামিলেন।]

……কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকের মৃতদেহ যে প'ড়ে থাকবে! কে তার সৎকার করবে?……না—ওদিকে মন দিলে চলবে না, মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে! আসবার সময় দেখেছিলাম, ভবানন্দ মুসলমানের বেশ পরিধান ক'রে নগরে যাবার আয়োজন করছে। কি তার উদ্দেশ্য জানি না। কিন্তু সে নিশ্চয় এই পথেই যাবে। সে-ই স্ত্রীলোকটির সৎকার ক'রবে। আমি মেয়েটিকে বাঁচাই!

[মহেন্দ্রের কন্যাকে লইয়া জীবানন্দের প্রস্থান। ক্ষণপরে মুসলমান রাজপুরুষের বেশ পরিহিত ভবানন্দের প্রবেশ। সঙ্গে পূর্ণানন্দ।]

ভবানন্দ। তুমি মঠে ফিরে গিয়ে সকলকে সংবাদ দাও পূর্ণানন্দ, সকলেই যেন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকে। আমি নগরে চল্‌লাম।

পূর্ণানন্দ। আপনার নগরে যাবার কি প্রয়োজন ? ধীরানন্দ ত' মহারাজের অনুসরণ করেছেন !

ভবানন্দ। না—না, তুমি বুঝতে পারছ না পূর্ণানন্দ, আমার যাবার বিশেষ প্রয়োজন। মহারাজ আজ বন্দী ! এত বড় বিপর্য্যয়ে ধীরানন্দ একা হয়ত সব দিক্ সামলাতে পারবে না, আমি গিয়ে তাকে গোপনে সাহায্য করব ! যাতে কেউ আমাকে সন্ন্যাসী ব'লে চিনতে না পারে, তাই এই মুসলমান রাজপুরুষদের বেশ পরিধান করেছি। এতে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধিও সহজ হবে।

পূর্ণানন্দ। মহারাজকে কৌশলে মুক্ত ক'রবেন ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ, প্রথমে সেই চেষ্টাই ক'রব। কিন্তু না পারলে তখন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হবে। তাই তোমাকে বলছি পূর্ণানন্দ, মঠে গিয়ে সন্তানদের যুদ্ধের জন্য সজ্জিত কর। খবর পেলেই তারা যেন নগরাভিমুখে যাত্রা করে।

পূর্ণানন্দ। বেশ, তাই যাচ্ছি !

[পূর্ণানন্দের প্রস্থান।]

[ভবানন্দ অগ্রসর হইলেন। সহসা মৃতদেহ দেখিয়া]

ভবানন্দ। একি ! একজন স্ত্রীলোক এখানে শুয়ে আছে কেন ? মৃত নাকি— ?

[নিকটে যাইয়া পরীক্ষা করিলেন]

না—না—মৃত নয় ! এখনও জীবন আছে—কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ ! মরি, মরি ! কি অপূর্ব্ব রূপ ! একে ম'রতে কিছুতেই দেব না !

[উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন]

পূর্ণানন্দ !— পূর্ণানন্দ !—শোন—শোন, একবার এস।

[পূর্ণানন্দের প্রবেশ।]

ভবানন্দ। একজন মুমূর্ষু স্ত্রীলোক এখানে প'ড়ে রয়েছে। চেষ্টা কর্‌লে এখনও একে বাঁচান যায়। আমি সেই চেষ্টাই কর্‌ব। এই বনে অনেক ঔষধ আছে, তাই দিয়ে এর জীবন দান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। যদি জ্ঞান ফিরে আসে তবে স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে নগরে যাব, সেখানে এক পরিচিত স্ত্রীলোকের বাড়ি একে রেখে আস্‌ব। সুতরাং আমি প্রভুর সন্ধানে এখন বিরত থাক্‌লাম, তোমরা ধীরানন্দের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করো। এর মধ্যে আমি আমার কাজ সেরে ধীরানন্দের সঙ্গে মিলিত হব। কিন্তু একথা তোমাকে গোপন রাখ্‌তে হবে ভাই, এই অঙ্গীকার আমার কাছে কর।

পূর্ণানন্দ। বেশ, তাই ক'র্‌ছি। কিন্তু স্ত্রীসংসর্গ—

ভবানন্দ। জানি—আমাদের স্ত্রীসংসর্গ নিষেধ! কিন্তু জীবনদান করা নিষেধ নয় পূর্ণানন্দ! আর সত্যই যদি আমার সত্য ভঙ্গ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই কর্‌ব। চলো ভাই, ঔষধটির সন্ধান করি।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[নগর। কারাকক্ষ। কারাকক্ষ প্রায়ান্ধকার। কক্ষের বাহিরে অবস্থিত একটি আলোক হইতে কিছু আলোকরশ্মি তীর্য্যক্‌ভাবে কারাগারের দ্বারের মধ্য দিয়া আসিয়া কক্ষের একাংশে পড়িয়াছে। সেই আলোকিত অংশে একটি শিলাখণ্ডের উপর সত্যানন্দ বসিয়া আছেন, পদতলে মহেন্দ্র। বাহিরে দ্বারের সম্মুখে একজন মুসলমান প্রহরী বল্লমহস্তে প্রহরায় রত। দ্বারের সম্মুখের আলোকিত অংশ হইতে অন্ধকারে এবং অন্ধকার হইতে আলোকিত অংশে সে অনবরত পাদচারণা করিতেছে। কক্ষের মধ্য হইতে তাহার সঞ্চরণশীল মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল।]

সত্যানন্দ। তুমি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছ মহেন্দ্র !

মহেন্দ্র। পাগল যে হইনি এই যথেষ্ট ! স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয় স্বজন—অর্থসম্পদ—গৃহ—সব—সব যার গেছে, সে কাতর হবে না !

সত্যানন্দ। তুমি যদি এই মহাব্রত গ্রহণ করতে, তবে ত' এ সবই তোমাকে ত্যাগ করতে হ'ত। স্ত্রীকন্যার সঙ্গেও ত' আর তোমার কোন সম্বন্ধ থাকত না !

মহেন্দ্র। ত্যাগ করা এক—আর যমদণ্ড আর এক !

সত্যানন্দ। কিন্তু যে গেছে দুঃখ করেও তাকে ত' আর ফিরে পাবে না মহেন্দ্র ! সুতরাং দুঃখে অধীর হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য ভুলে যাওয়া ত' ঠিক নয় !

মহেন্দ্র। আমার আর কোন কর্ত্তব্য নেই,—আমার কাজ সব ফুরিয়ে গেছে !

সত্যানন্দ। তুমি শোকসন্তপ্ত, তাই এমন কথা ব'লছ। মানুষের কাজ তার জীবনে কোনদিন শেষ হয় না। সর্ব্বহারা হ'লেও কর্ত্তব্য

মানুষকে ছাড়ে না! যে মাটিতে তার জন্ম সেই মাটির—সেই জননী জন্মভূমির ঋণ জীবনে অপরিশোধ্য—তার প্রতি কর্ত্তব্যেরও শেষ নেই।

মহেন্দ্র। কিন্তু সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করার শক্তি আজ আর আমার নেই! সব শক্তি, আমার স্ত্রীকন্যার সঙ্গে চ'লে গেছে!

সত্যানন্দ। শক্তি আবার হবে। আমি তোমাকে সে শক্তি দেব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—মহাব্রত গ্রহণ কর—আবার সব শক্তি ফিরে পাবে।

মহেন্দ্র। [বিরক্তকণ্ঠে] ব্রত! ব্রত!—আমার স্ত্রীকন্যাকে শেয়ালকুকুরে খাচ্ছে, আর আমি ব্রত গ্রহণ ক'রব! কোন ব্রতের কথা আমার কাছে বল্‌বেন না।

সত্যানন্দ। তুমি নিশ্চিন্ত হও বৎস! সন্তানরা তোমার স্ত্রীর সৎকার অবশ্যই করেছে, কন্যাকে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্থানে রেখেছে। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত, দেবতা আমাদের দয়া করেন। আজ রাত্রেই তুমি সব সংবাদ পাবে, আর এই কারাগার থেকে মুক্ত হবে।

মহেন্দ্র। [সবিস্ময়ে] সে কি! আজ রাত্রে?

সত্যানন্দ। হ্যাঁ, আজ রাত্রে।

[সহসা কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল এবং সেই প্রহরা-রত প্রহরী কক্ষে প্রবেশ করিল।]

প্রহরী। মহেন্দ্রসিংহ কার নাম?

মহেন্দ্র। আমার নাম।

প্রহরী। তোমার খালাসের হুকুম হ'য়েছে।

মহেন্দ্র। এ্যাঁ?

প্রহরী। তোমার খালাসের হুকুম হয়েছে। যেখানে খুসী যেতে পার।

সত্যানন্দ। যাও মহেন্দ্র, তুমি মুক্ত। এ কারাগার পরিত্যাগ কর।

[মহেন্দ্র সবিস্ময়ে কারাগার ত্যাগ করিল।]

সত্যানন্দ। তুমি কে? ধীরানন্দ না?

ধীরা। হ্যাঁ মহারাজ, আপনার দাস।

[ছদ্মশ্মশ্রু সে খুলিয়া ফেলিল এবং সত্যানন্দকে প্রণাম করিল।]

সত্যানন্দ। প্রহরী হ'লে কি ক'রে?

ধীরা। ভবানন্দ আপনার সংবাদ পেয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি নগরে এসে আপনারা এই কারাগারে আছেন শোনলাম। কিছু ধুতুরা মেশান সিদ্ধি সঙ্গে এনেছিলাম। যে প্রহরী পাহারায় ছিলেন, তিনি তা' সেবন ক'রে ভূমিশয্যা গ্রহণ করে পরম সুখে নিদ্রামগ্ন হ'য়েছেন। এই জামাকাপড়, পাগ্‌ড়ী, বর্শা যা আমি পরেছি সে সব তারই। আপনি বলুন মহারাজ! আমি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি।

সত্যানন্দ। তুমি এই বেশ পরেই নগরের বাইরে চলে যাও। আমি এভাবে যাব না।

ধীরা। সে কি?—কেন?

সত্যানন্দ। আজ সন্তানের পরীক্ষা! সে পরীক্ষা এত সহজে হবে না ধীরানন্দ!

[এই সময় মহেন্দ্র ফিরিলেন। ধীরানন্দ শ্মশ্রু লাগাইয়া আবার আত্মগোপন করিলেন।]

সত্যানন্দ। একি, তুমি ফিরলে যে মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। [তাঁহার পদতলে পড়িয়া]—আপনি নিশ্চয়ই সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার সঙ্গ ছেড়ে কোথাও যাব না প্রভু!

সত্যানন্দ। বেশ, তবে থাক। আজ রাত্রেই অন্য প্রকারে আমরা মুক্ত হব।

[সহসা অদূরে বহু লোকের মিলিত কণ্ঠে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' ধ্বনি উঠিল। ক্রমশঃ সে ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।]

সত্যানন্দ। ঐ শোন মহেন্দ্রসিংহ। সন্তানরা আমাদের মুক্ত ক'র্‌তে আস্‌ছে। এই কারাগারের সব বাধা দূর ক'রে তারা আমাদের মুক্ত কর্‌বে।

[ধীরানন্দ সানন্দে তাহার শ্মশ্রু ও যবন বেশ খুলিয়া ফেলিল। সন্তানগণ নিকটবর্ত্তী হইল এবং বিকট রবে সোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে জ্বলন্ত মশাল হস্তে কারাগারে প্রবেশ করিয়া সত্যানন্দকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।]

সন্তানগণ। 'বন্দে মাতরম্‌!' 'জয়!—সন্তানের জয়!'

[সত্যানন্দ ইঙ্গিতে তাহাদের স্তব্ধ করিলেন। তৎপরে বলিলেন—]

সত্যানন্দ। সন্তানগণ! আজ তোমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ! বাহুবলে অন্যায়কে পরাস্ত ক'রে সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছ! তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি!

[সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে হস্তোত্তোলন করিলেন। সন্তানগণ মস্তক অবনত করিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শিবগ্রাম,—ডানিওয়ার্থ সাহেবের রেশমের কুঠির একটি কক্ষ। কক্ষটি তৎকালীন ইংরাজি কায়দায় সজ্জিত। ডানিওয়ার্থ সাহেব কেদারায় বসিয়া নিবিষ্টমনে একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কুঠির মুন্সী এবং আরও কয়েকজন মুসলমান কর্ম্মচারী। দুইজন ভৃত্য বড় বড় পাখা লইয়া সাহেবের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে হাওয়া করিতেছে।]

ডানিওয়ার্থ। [পাঠান্তে]—Oh God ! What a news !

মুন্সী। কি সাহেব ?

ডানিওয়ার্থ। Here is a letter from the Governor Mr. Hastings ! এই চিঠিটি Governor হেষ্টিংস্ সাহেব পাঠাইয়াছেন। খুব বোয়ের খবর আছে মুন্সী !

মুন্সী। ভয়ের খবর ?

ডানিওয়ার্থ। হাঁ। হাপ্‌নারা নিশ্চয় জানেন যে আজকাল বাঙ্গলামে একদল robbers, I mean···ডাকাত খুব অত্যাচার সুরু করিয়াছে ? উহারা সন্ন্যাসীর কাপড়া পরিয়া ঠাকে আউর্ হর্‌দম্ ঘুরিয়া বেড়ায়। সুযোগ পাইলেই ডাকাতি কোরে। A few days ago···কয়েকদিন পূর্ব্বে টাহারা ফৌজদার সাহেব কোম্পানীকে যে খাজনা পাঠাইতেছিলেন তাহা লুট করিয়া লইয়াছিলে। টাহারা এইরূপ হামেসাই কোরে।

এখোন মিষ্টার হেষ্টিংস্ খবর পাঠাইয়াছে, টাহারা নাকি ফৌজদারী সিপাহীডের হারাইয়া ডিটেছে। টাহাডের হবৃডম্ মারপিট করিটেছে !

মুন্সী। তবে ত সত্যিই বড় ভয়ের কথা সাহেব !

ডানিওয়ার্থ। হাঁ বোয়ের কোটা ! উহারা বহুট ডলে ভারি আছে। আর কথোন কোঠা হইটে যে আসে কেহ বলিটে পারে না। I think there is a secret place where they join together and discuss—টাহাডের নিশ্চয়ই কোন গোপন আস্টানা আছে। কিন্তু কেহই সে আস্টানার সন্ধান পায় নাই !

মুন্সী। আমাদের কুঠিতেও ত' বিস্তর টাকাকড়ি মালমাত্র র'য়েছে। এখানে ত' তারা ডাকাতি করবে না সাহেব ?

ডানিওয়ার্থ। সে বোয় নাই। হামি কুঠি পাহারার উট্টম বণ্ডোবষ্ট্ করিয়াছে। I have appointed soldiers with rifles. But to make myself doubly sure—সবডিকে নিরাপড থাকিবার জন্য হামার ইষ্টিরি ও ছেলিয়াডের ক্যাল্‌কাটায় পাঠাইয়া ডিয়াছি।

মুন্সী। খুব ভাল করেছ সাহেব ! অত্যন্ত সুবিবেচনার কাজ ক'রেছ !

১ম কর্ম্মচারী। আমাদের এই শিবগ্রামের কুঠি ত' কল্‌কাতা থেকে অনেক দূরে। আর শুন্‌লাম সন্ন্যাসীরা দলে খুব ভারী। এখানে যদি তারা আক্রমণ করে, তবে কতদিন আর তাদের ঠেকিয়ে রাখ্‌বে সাহেব ? কল্‌কাতা থেকে সাহায্য আস্‌তে আস্‌তেই আমরা সাবাড় হ'য়ে যাব।

২য় কর্ম্মচারী। তা'ছাড়া সে রকম অবস্থা হ'লে কেই বা খবর দিতে যাবে !

মুন্সী। আজ্ঞে হ্যাঁ,—কর্ম্মচারীরা ঠিক্ কথাই বলেছে।

ডানিওয়ার্থ। Never mind ! টাহা হইলেও কোন বোয় নাই। এই কুঠির মড্যে হামি বহুট্ খাড্য রাখিয়া ডিয়াছে। চাউল, ডাল,

vegetables, মাখন, ঘিউ, fouls, wheat, cheese and such other food-stuffs ! I shall resist for months together ! অবরুড্ড হইলেও কয়েক মাস হামরা সহজেই চালাইয়া লইবে।

মুন্সী। কিন্তু তারপরে কি হবে সাহেব !

ডানিওয়ার্থ ! হাপ্নার কি বোয় আছে মুন্সী ! হাপ্নারা হামার কুঠিতে আছে ! ফৌজদার পারে নাই—But Mr. Hastings will surely subdue the rebels. কোম্পানী বিড্রোহী সন্ন্যাসীডের ডমন করিটে পারিবে। ইহাডের সে ক্ষেম্টা আছে। And here Mr. Hasting writes—"I have already sent Mr. Thomas,a brave General against the Sannyasis. He will reach your Kuthi shortly and make his seat there.—অর্থাৎ মিষ্টার টমাস্ নামক একজন সাহসী জেনারেল্কে টিনি ইটিমঢ্যেই পাঠাইয়া ডিয়াছে। টিনি আসিয়া হামার কুঠিটেই ঠাকিবে এবং সন্ন্যাসীডিগকে ডমন করিবেন।

মুন্সী। তিনি কবে আস্বেন তার ঠিক্ কি ! ততদিন যদি—

[টমাস্ সাহেবের প্রবেশ]

টমাস্। Good morning, Mr. Daniwarth !

ডানিওয়ার্থ। Good morning, Sir ! Could I ask your name ?

টমাস্। Surely. I am General A. Thomas, coming from Calcutta.

ডানিওয়ার্থ। Oh ! you Mr. Thomas ! I am so glad to see you.

[উভয়ে করমর্দ্দন করিলেন।]

Please take your seat !

[উভয়ে বসিলেন।]

ডানিওয়ার্থ। মুন্সী! এই টমাস্ সাহেব আসিয়াছে। আর কোন বোয় নাই।

[কর্ম্মচারীগণ টমাস্ সাহেবকে অভিবাদন করিল।]

টমাস্। Mr. Daniwarth ! I think that.........

ডানিওয়ার্থ। Please try to speak in Bengali, Mr. Thomas, for the sake of these people.

টমাস্। All right ! হামার মনে হয় সন্ন্যাসীরা এপর্য্যন্ট হাপ্নাডের উপর কোন জুলুম করে নাই !

ডানিওয়ার্থ। নো মিষ্টার টমাস্, হামাডের সৌভাগ্য বলিটে হইবে।

টমাস্। উহাডের সম্বণ্ডে কোন খবর পাইয়াছেন কি ?

ডানিওয়ার্থ। বিশেষ কিছু নয়। টবে মাঝে মাঝে উহাডিগকে শিবগ্রামের ডিঘির আশেপাশে ডেখা যাইয়া ঠাকে !

টমাস্। [লাফাইয়া উঠিলেন] Here it is ! I shall set my trap directly there.

ডানিওয়ার্থ। হাপ্নি কি এখনি সেইখানে যাইবে ?

টমাস্। নো মিষ্টার ডানিওয়ার্থ, আজ হামি বিশ্রাম লইব। কাল টাহাডের সহিট লড়াই করিবে।

ডানিওয়ার্থ। ক্ষমা করিবে মিঃ টমাস্, হাপ্নি কি একাই টাহাডের সহিট যুড্ড করিবে।

টমাস্। Of course not ! হামার সহিট ইংরাজী ফৌজ আসিয়াছে, আউর্ কামান, বন্দুক ভি আছে।

ডানিওয়ার্থ। Very well ! তাহা হইলে হাপনার নিশ্চয়ই জয় হইবে ! But let me take proper care of your soldiers first. মুন্সী ! কোম্পানীর ফৌজ আসিয়াছে। উহাডের ঠাকিবার এবং খাইবার উটৃটমরূপ বণ্ডোবষ্ট করিয়া ডিবে। বিলম্ব করিবে না।

মুন্সী। যে আজ্ঞে সাহেব।

[কর্ম্মচারীদের সহিত প্রস্থান।]

ডানিওয়ার্থ। I think you are tired enough for this long journey.

টমাস্। A bit, of course !

ডানিওয়ার্থ। Allow me to show your room for taking rest, if you please !

টমাস্। Thank you !

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আনন্দমঠ—শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপ। সত্যানন্দ চিন্তিত মনে পদচারণা করিতেছেন।]

[জীবানন্দ ও ভবানন্দ যোদ্ধবেশে প্রবেশ করিল।]

জীবানন্দ। মহারাজ! আমাদের..........

সত্যানন্দ। আমি জানি—আমি জানি জীবানন্দ,—আমাদের পরাজয় ঘটেছে!

জীবানন্দ। হ্যাঁ, মহারাজ!

সত্যানন্দ। আমি জান্‌তাম এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘট্‌বে।

জীবানন্দ। দেবতা আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন কেন প্রভু?

সত্যানন্দ। দেবতা অপ্রসন্ন নন্,—যুদ্ধে জয় পরাজয় দুই-ই আছে। সেদিন আমরা জয়ী হয়েছিলাম, আজ পরাজিত হ'য়েছি! কিন্তু

শেষ জয়ই জয়। আমরা যে পরাজিত হ'লাম, তার একমাত্র কারণ এই যে আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি সোটা বল্লম কি হবে! এখন আমাদের কর্ত্তব্য যাতে আমাদেরও ঐ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।

জীবানন্দ। বলুন মহারাজ, কি করে ঐ সব অস্ত্র সংগ্রহ করব! আমরা এখনিই·· ·········

সত্যানন্দ। তোমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। সে সব অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আমি নিজেই আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করব।

ভবানন্দ। তীর্থযাত্রা করবেন? তীর্থযাত্রা করে এ সমস্ত সংগ্রহ করবেন কি ক'রে? গোলাগুলি, বন্দুক কামান কিনে পাঠাতে খুবই গোলমাল হবে যে!

সত্যানন্দ। গোলাগুলি কামান পাঠাবো না—আমি পাঠাবো কারিকর। তারা এইখানে সব তৈরী করবে।

জীবানন্দ। সে কি!—এই আনন্দমঠে!

সত্যানন্দ। তাও কি হয়! এখানে নয়—অন্যস্থানে। তার উপায় আমি বহুদিন আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছি। মধুসূদন আজ সে সুযোগ উপস্থিত করেছেন। তোমরা বলছিলে দেবতা প্রতিকূল, আমি দেখছি তিনি অনুকূল।

ভবানন্দ। কোথায় কারখানা হবে?

সত্যানন্দ। পদচিহ্নে।

ভবানন্দ। সে কি! মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করেছে?

সত্যানন্দ। করেনি, কিন্তু করবে। আজই তাকে আমি দীক্ষিত করব।

জীবানন্দ। তার স্ত্রী-কন্যা কোথায়? তাদের কি কোন খোঁজ পাওয়া গেছে? আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি কন্যাকে নদীতীরে

অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে আমার ভগ্নীর কাছে রেখে এসেছি। সেই কন্যার কাছে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকও মরে পড়েছিল। আমার সন্দেহ হ'চ্ছে প্রভু, তারা হয়ত, মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা।

সত্যানন্দ। তোমার সন্দেহ যথার্থ। তারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা।

ভবানন্দ। [চমকিত হইলেন] এঁ্যা! সে কি?

সত্যানন্দ। [মৃদু হাসিয়া] চ'ম্‌কে উঠ্‌লে যে ভবানন্দ? তুমিও কি সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলে?

ভবানন্দ। আমি?…আমি—আমি?…মানে আমি ঠিক্……

সত্যানন্দ। হ্যাঁ—তোমার পক্ষে না দেখাই সম্ভব। তুমি ত' নগরে আমার সন্ধানেই গিয়েছিলে! সে যাক্, তোমরা উপস্থিত এই মন্দির থেকে যাও, আর মহেন্দ্রকে এখানে পাঠিয়ে দাও। তাকে আমি এখনই দীক্ষিত করব।

ভবানন্দ। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[জীবানন্দ ও ভবানন্দের প্রস্থান।]

সত্যানন্দ। ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরনীধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥

[মহেন্দ্রের প্রবেশ।]

সত্যানন্দ। এই যে, এস মহেন্দ্র! শোন, তোমার কন্যা জীবিত আছে।

মহেন্দ্র। জীবিত আছে? কোথায়—কোথায় মহারাজ?

সত্যানন্দ। [হাসিয়া] কন্যার জীবিত সংবাদ পেয়ে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছ! কিন্তু সে কোথায় আছে তা' শুন্‌বার আগে একটা কথার ঠিক্ উত্তর দাও, তুমি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করবে?

মহেন্দ্র। অবশ্যই গ্রহণ করব। আমি মন স্থির করেছি।

সত্যানন্দ। কিন্তু যে এ ব্রত গ্রহণ করে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ

কারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে নেই। সুতরাং যদি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে স্থিরই করে থাক, তবে কন্যার সন্ধান জেনে কি কর্‌বে? দেখতে ত আর তাকে পাবে না! সন্তানের কাজ অতি কঠিন মহেন্দ্র! যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেউই এ কাজের উপযুক্ত নয়।

মহেন্দ্র। আমিও অনুপযুক্ত নই মহারাজ! চাই না আমি আমার কন্যাকে দেখতে। সে যে বেঁচে আছে এই সংবাদই আমার কাছে যথেষ্ট! দয়া করে আমার দীক্ষা দিন্।

সত্যানন্দ। তবে এই কক্ষে দাঁড়িয়ে শ্রীবিষ্ণু আর জগন্মাতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে সন্তান-ধর্ম্মের সমস্ত নিয়ম পালন করবে।

মহেন্দ্র। প্রতিজ্ঞা করছি পালন কর্‌ব।

সত্যানন্দ। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌বে?

মহেন্দ্র। কর্‌ব।

সত্যানন্দ। পিতা, মাতা, ভগ্নী, দারাসুত, আত্মীয়স্বজন দাসদাসী—সমস্ত ত্যাগ কর্‌বে।

মহেন্দ্র। এ সবই ত্যাগ কর্‌ব।

সত্যানন্দ। ধনসম্পদ ভোগ—?

মহেন্দ্র। সেও পরিত্যাগ হ'ল।

সত্যানন্দ। ইন্দ্রিয় জয় কর্‌বে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে কখনও বসবে না?

মহেন্দ্র। তাই হবে।

সত্যানন্দ। আপনার জন্যে বা আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অর্থোপার্জ্জন কর্‌বে না?—যা' উপার্জ্জন কর্‌বে তা' সবই সন্তানদের জন্যে, আর সেই উপার্জ্জিত অর্থ সমস্তই বৈষ্ণব ধনাগারে জমা দেবে?

মহেন্দ্র। তাই দোব।

সত্যানন্দ। সনাতন ধর্ম্মের জন্যে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ কর্‌বে ?

মহেন্দ্র। তাই কর্‌ব।

সত্যানন্দ। রণে কখনো ভঙ্গ দেবে না ?

মহেন্দ্র। কখনো না।

সত্যানন্দ। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ?

মহেন্দ্র। তবে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করে অথবা বিষপান করে প্রাণত্যাগ কর্‌ব।

সত্যানন্দ। হ্যাঁ—আরও একটা কথা, তুমি কি জাতি ?

মহেন্দ্র। জাতিতে আমি কায়স্থ।

সত্যানন্দ। শোন,—সকল সন্তানই একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে বিচার নেই। এ ব্রত গ্রহণ কর্‌লে তোমাকেও জাতি ত্যাগ কর্‌তে হবে,—পার্‌বে ?

মহেন্দ্র। পার্‌ব। আজ থেকে জাতি বিচার কর্‌ব না। মনেপ্রাণে জান্‌ব সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্যানন্দ। উত্তম! তুমি আজ দীক্ষিত হ'লে মহেন্দ্র—তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি। কিন্তু মনে রেখো—যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা কর্‌লে স্বয়ং মুরারি তার সাক্ষী রইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করে অনন্ত নরকে প্রেরণ কর্‌বেন।

মহেন্দ্র। আমি তা' জানি মহারাজ!

সত্যানন্দ। তবে মাতাকে প্রণাম কর, বল—বন্দে মাতরম্!

মহেন্দ্র। বন্দে মাতরম্! [উভয়ে প্রণাম করিলেন]

সত্যানন্দ। এইবার তোমার সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ আছে। দেখ মহেন্দ্র, তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ কর্‌লে তাতে ভগবান

আমাদের প্রতি অনুকূল মনে করি তোমার দ্বারা মার মহৎ কাজ অনুষ্ঠিত হবে।

মহেন্দ্র। আমার দ্বারা ?

সত্যানন্দ। হঁ্যা, তোমার দ্বারা।

মহেন্দ্র। কেমন করে মহারাজ ?

সত্যানন্দ। বল্‌ছি—শোন। তোমাকে জীবানন্দ ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরে যুদ্ধ কর্‌তে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরে যাও। নিজের বাড়িতে থেকেই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর্‌তে হবে।

মহেন্দ্র। সে কি প্রভু ! সন্ন্যাসীর যে গৃহধর্ম্ম পরিত্যজ্য !

সত্যানন্দ। হঁ্যা পরিত্যজ্য ;—কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে এই মহাব্রত সম্পাদনের জন্যে আমার আদেশে গৃহে ফিরে গেলে তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ভঙ্গ করা হবে না মহেন্দ্র ! এখন আমাদের আশ্রয় নেই, এমন স্থান নেই যে প্রবল সেনা এসে আমাদের অবরোধ কর্‌লে আমরা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে দ্বার বন্ধ করে দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌ব। আমাদের গড়ও নেই। তোমার প্রাসাদ আছে, আর তোমার গ্রাম তোমারই অধিকারে। আমার ইচ্ছা সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি।

মহেন্দ্র। আদেশ করুন মহারাজ কি কর্‌তে হবে ! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

সত্যানন্দ। তুমি বাড়ি ফিরে যাও এবং সেইখানেই বাস কর্‌তে থাক। ক্রমশঃ দু'হাজার সন্তান সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। তাদের দিয়ে তুমি গড়, ঘাঁটির বাঁধ—এই সব তৈরী কর্‌তে থাক্‌বে। তা'ছাড়া একটি লোহার সুদৃঢ় ঘর তৈরী কর্‌তে হবে—সেটা হবে অর্থের ভাণ্ডার। আমি একে একে স্বর্ণপূর্ণ সিন্দুক

তোমার কাছে পাঠাব। সেই সব অর্থ দিয়ে তুমি সমস্ত কাজ করবে। এ ছাড়া আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে কৃতকর্ম্মা শিল্পীদের পাঠাবো। তারা এলে তুমি পদচিহ্নে এক বিরাট কারখানা তৈরী করবে ; সেখানে বন্দুক, কামান, গোলাগুলি বারুদ তৈরী হবে। এই সব অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্যেই তোমাকে গৃহে ফিরে যেতে বলছি মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র। কবে যাত্রা করব বলুন !

সত্যানন্দ। আজই যাত্রা কর। আমিও আজ রাত্রেই তীর্থযাত্রা করব। শিল্পী সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসব। তার পূর্ব্বে আর আমার দেখা পাবে না। যাও বৎস,—যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

মহেন্দ্র। যথা আজ্ঞা মহারাজ !

[মহেন্দ্রের প্রস্থান।]

সত্যানন্দ। [শ্রীবিষ্ণুর প্রতি করযোড়ে] হে দৈত্যনিসূদন মধুসূদন ! তোমার ঐ অগ্নিরূপ চক্রে একদিন তুমি অত্যাচারী দস্যুদের বিনাশ করেছিলে। সেদিন পৃথিবী পাপে-অত্যাচারে-কলঙ্কে ভরে উঠেছিল। আজও দুষ্কৃতিরা এই সোনার বাঙ্গালায় তেমনিই পাপের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে প্রভু ! এখনও কি ঐ জ্যোতিবিচ্ছুরিত চক্র তোমার অঙ্গুলিপাশে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে আবদ্ধ থাকবে ? মানুষের দুঃখ মোচনের জন্যে যুগে যুগে তুমি ধরায় অবতীর্ণ হয়েছো। আজ যদি নাই আস প্রভু, পাঠিয়ে দাও তোমার ঐ অভয়-চক্রের আশীর্ব্বাদ ! আমার মনস্কাম যেন সিদ্ধ হয়। [প্রণাম করিলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[শিবগ্রাম—ডানিওয়ার্থ সাহেবের কুঠির কক্ষ। মুন্সী ও কর্ম্মচারিগণ।]

মুন্সী। সেদিন একটা ছোটখাটো সন্ন্যাসীর দলকে গোলাগুলি, কামান দেগে হারিয়ে দিয়ে টমাস্ সাহেবের দেখ্ছি আজকাল খুব সাহস বেড়ে গেছে! বড় সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে শিকারে গেলেন। সঙ্গে লোকজনও বেশী নিলেন না। যদি সন্ন্যাসীদের হাতে পড়েন, তাহ'লে বুঝ্বেন এখন, মজাটা!

১ম কর্ম্মচারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, টমাস্ সাহেবের হাঁক্‌ডাকটা একটু বেশী! যা করেন তার তিনগুণ করেন জাঁক্!

২য় কর্ম্মচারী। সাহস ত দেখান্ খুব! কিন্তু খবর রাখেন কি যে সন্ন্যাসীরা আজকাল দলে কত ভারী হ'য়ে উঠেছে!

১ম কর্ম্মচারী। খবর রাখারাখি আর কি, সেদিন ত' চোখের সামনেই দেখ্লেন যে সন্ন্যাসীদের দল কত ভারী! আমাদের কুঠি ওরা সেদিন ঠিক্ নিয়ে নিত,—নেহাৎ কামান ছিল, তাই রক্ষে!

২য় কর্ম্ম। তবুও গর্ব্ব কমে কই?

মুন্সী। আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ? এবার যখন ওরা আমাদের কুঠি আক্রমণ করেছিল, তখন রীতিমত বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছিল।

১ম কর্ম্ম। এর থেকেই বুঝুন—বন্দুকও ওরা অনেক জোগাড় করে ফেলেছে!

২য় কর্ম্ম। এবার কামান জোগাড় করলেই—ব্যস্—সব শেষ! কুঠি ত' থাকবেই না—আমরা থাক্‌ব কিনা তাতেও সন্দেহ আছে!

মুন্সী। তুমি ঠিক কথা বলেছ ভাই! আমরাও থাক্‌বো না! —হায়—হায়! কোম্পানীর চাকরী ক'রতে এসে শেষকালে কি বেঘোরেই প্রাণটা হারাব! এর চেয়ে লাঙ্গল নিয়ে জমি চষে খেলেও যে ভাল হ'ত!......

১ম কর্ম্ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' ভাল হ'ত বৈকি! কিন্তু এখন প্রাণ বাঁচাই কি করে সেই কথাটাই বলুন!

২য় কর্ম্ম। লুকিয়ে পালিয়ে গেলে হয় না মুন্সীজী?

মুন্সী। যেমন তোমার বুদ্ধি! পালাতে গিয়ে শেষকালে গুলি খেয়ে মর্‌বে না কি! যাতে কর্ম্মচারীরা কেউ ভয়ে পালাতে না পারে, সেইজন্যে বড় সাহেব এই কুঠিতে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা মোতায়েন রেখেছে। পালাতে গেলেই গুলি কর্‌বে!

২য় কর্ম্ম। তবেই ত' মুস্কিল—পালালেও মর্‌ব—না পালালেও মর্‌ব! কি কুক্ষণেই কোম্পানীর চাক্‌রী কর্‌তে এসেছিলাম রে বাবা!

[ডানিওয়ার্থের প্রবেশ, হাতে বন্দুক।]

ডানিওয়ার্থ। I have never seen such an obstinate fellow in my life!

[একটা কেদারায় বসিয়া পড়িলেন।]

মুন্সী। কি হ'ল সাহেব? এত তাড়াতাড়ি ফির্‌লেন যে?

ডানিওয়ার্থ। কি আবার হইবে! শিকার মিলিল না টাই ফিরিলাম!

মুন্সী। কিন্তু টমাস্ সাহেব কই?

ডানিওয়ার্থ। Don't speak of him to me! A most injudicious fool!

মুন্সী। কি হ'ল সাহেব! তা'র ওপর চটলেন কেন?

ডানিওয়ার্থ। চটিবে না! টার মট বোকা কয়জন আছে? শিবগ্রামের জঙ্গলমে শিকার মিলিল না, টাই হামি বলিলাম, চলো মিষ্টার টমাস্ ফিরিয়া যাই! সে কহিল, যখন আসিয়াছে টখন শিকার না লইয়া ফিরিবে না,—এই বলিয়া শিবগ্রাম ছাড়াইয়া যে বড় জঙ্গল আছে সেইখানে ঢুকিয়া গেল।

মুন্সী। সে কি সাহেব! সেখানে যে বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা গিয়েছে! তার ওপর ঐ বড় জঙ্গলটা থেকেই সন্ন্যাসীরা প্রায় বেরোয়!

ডানিওয়ার্থ। হাঁ হাঁ, সে হামি জানে। উহাকেও সেই কঠা জানাইলাম। হামি যাইব না টাহাও বলিলাম। টবু টাহার এটোই সাহস যে একাই সেই জঙ্গলে চলিয়া গেল। এ সাহস না আছে মুন্সী—সাহসের গর্ব্ব আছে! এ ভালো নয় মুন্সী!

মুন্সী। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। কিন্তু টমাস্ সাহেব যে বিপদে পড়্তে পারেন! তাঁকে রক্ষা করাও ত' আমাদের কর্ত্তব্য!

ডানিওয়ার্থ। সেই জন্যই ট টাহাকে বারণ করিয়াছিলাম। এখোন সে যদি সব জানিয়াই বারণ না শুনিয়াই যায় টবে হামরা কি করিবে!

মুন্সী। তবু সাহেব, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে! নইলে হয় ত' টমাস্ সাহেবকে আর ফিরে পাব না!

ডানিওয়ার্থ। You are perfectly right! হামারও সেই বোধ হইটেছে! কিন্তু কি করি বলুন্ ট?

মুন্সী। একদল ফৌজ পাঠিয়ে দিন্ না কেন সাহেব? তারা টমাস্ সাহেবকে খুঁজে আন্‌বে, এবং দরকার হ'লে সাহায্যও কর্‌বে।

ডানিওয়ার্থ। ঠিক্ ঠিক্ বাট্ বলিয়াছে। Let me send a group of soldiers directly! মুন্সী, হাপ্‌নি ফৌজের কমাণ্ডার সাহেবকে ডাকিয়া আম্বন্!

মুন্সী। যে আজ্ঞে!

[মুন্সী যাইতেছিলেন এমন সময় শূন্যহস্তে উত্তেজিত টমাস্ সাহেব আসিলেন।]

ডানিওয়ার্থ। Good God! Here is Mr. Thomas! মুন্সী আর হাপ্‌নার যাইবার ডরকার নাই!

টমাস্। [উত্তেজিত কণ্ঠে] Mr. Daniwarth! In the name of God! I ghall shot the Sannyasis—every one of them with my own hand. I must—I must—I must do this!

ডানিওয়ার্থ। What's the matter! Is there anything wrong!

টমাস্। হাঁ হাঁ! আজ জঙ্গলমে হামার মান্ ইজ্জট্ সব কুছ্ গিয়াছে!

মুন্সী। সে কি কথা সাহেব! আপ্‌নার মত বীরের মান ইজ্জৎ কে নষ্ট কর্‌ল?

টমাস্। A satan! A Sannyasi Lady! একজন সন্ন্যাসী ইষ্টিরিলোক!

ডানিওয়ার্থ। ইষ্টিরি লোক?—How strange!

মুন্সী। কেমন করে সাহেব?

টমাস্। হামি tiger shot করিবার জন্য জঙ্গলকা ভিতর ডিয়া যাইটে-ছিলাম, হঠাৎ ডেখিলাম কি একটা গাছের নীচে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছে! হামি টাহাকে পুছিলাম—টুমি কে

আছে ? সে কহিল—হামি সন্ন্যাসী আছে। টখন হামি কহিলাম—টুমি rebel আছে, টুমাকে হামি shot করিবে। এই কঠায় সে হাসিয়া হামার কাছে আসিয়া বলিলে—মার, and within the twinkling of an eye—হঠাৎ আমার gunটা কাড়িয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে সে টাহার জটা খুলিয়া ফেলিল, and Lo ! where is Sannyasi ! একজন সুন্দরী ইষ্টিরিলোক ডাঁড়াইয়া হাসিটেছে।

মুন্সী ! সে কি ! একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের কাছে আপনি হেরে গেলেন সাহেব ?

টমাস্। সেটো ইষ্টিরিলোক না আছে—Satan আছে ! একজন ইষ্টিরিলোকের এটো শক্টি কখনো হয় না।

ডানিওয়ার্থ। টাহার পর কি হইয়াছে ?

টমাস্। টাহার পর আর কি হইবে, হামার gun ফিরাইয়া ডিয়া হাসিটে হাসিটে গান গাহিটে গাহিটে সে চলিয়া গেলে। যেন হামাকে টাহার কোন বোয় নাই !

মুন্সী। স্ত্রীলোকটা বড় বেয়াদপ ত' ! বন্দুকটা ফিরিয়ে দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেল ! আপ্নাকে shot কর্‌ল না ? ভয়ও কর্‌ল না ?

টমাস্। মুন্সী ! হামার এখোন টামাসা ভালো লাগছে না। My blood is boiling ! প্রটিশোধ লইবার জন্য হামার রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিটেছে !

মুন্সী। স্ত্রীলোকটির রূপের আঁচ্ লেগে নয়ত ?

টমাস্। What !

মুন্সী। এই বল্‌ছিলাম কি—আপনার মত বীরের পক্ষে সেটা ত' স্বাভাবিকই !

টমাস্। হাঁ, হামি টাহাদের শাস্তি দিবে ! I tell you Mr. Daniwarth, I must shot the Sannyasis with my own hands ! হামি টাহাডিগকে একডম্ খটম্ করিয়া ডিবে ! সন্ন্যাসীর আর চিহ্ন রাখিবে না। And that I'll do to-morrow—in the morning !

মুন্সী। যাক্, এতদিন পরে তা'হলে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ব ! কি বলেন সাহেব ?

ডানিওয়ার্থ। হাঁ সে কঠা ঠিক্ ! হামাদের আর বোয় ঠাকিবে না ! কিন্তু টাহাদের আস্‌টানা কোথায় না জানিলে, কেমন করিয়া তাহা-ডিগকে attack করিবেন মিঃ টমাস্ ?

টমাস্। ঐ জঙ্গলমে কোঠাও টাহাডের আস্‌টানা ঠিক্ আছে—এ হামি সাচ্ বলিটেছে ! কাল morningমে হামি ঐ জঙ্গল ঘেরাও করিবে—with all my force—with all my revenge ! Come on Mr. Daniwarth,—I can't spare time ! Let us arrange for the attack !

[উভয়ের প্রস্থান।]

মুন্সী। ওহে এবার দেখা যাবে, বীরপুরুষটির দৌড় কতদূর !

১ম কর্ম্ম। নিশ্চয় ! মেয়েমানুষে যখন বন্দুক কেড়ে নিয়েছে—হাঃ হাঃ—হাঃ

[সকলেই তাহার সঙ্গে সকৌতুকে হাসিতে লাগিল !]

চতুর্থ দৃশ্য

[আনন্দমঠের সন্নিকটস্থ কাননের মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থান। প্রভাত হইতেছে,—সেই প্রভাত আলোকে সেইখানে বসিয়া অসংখ্য সন্তান কাহার আসার অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের পুরোভাগে জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ, ধীরানন্দ ও পূর্ণানন্দকে দেখা যাইতেছে।]

জীবানন্দ। ভাই সব! মহারাজ সংবাদ পাঠিয়েছেন, তাঁর তীর্থভ্রমণ শেষ ক'রে তিনি আনন্দমঠে ফিরেছেন এবং আজ প্রভাতেই তিনি আমাদের দর্শন দেবেন! তাই তাঁর আদেশ মতই তোমাদের এইস্থানে একত্রিত ক'রেছি।

সকলে। কোথায়? কোথায় মহারাজ?

জীবানন্দ।—ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর ভাই সব! মহারাজের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি বটে, তবে তাঁর আসার সংবাদ আমি পেয়েছি।

[অদূরে শোনা গেল "জয় জগদীশ হরে!"]

ঐ যে—শোন ভাই সব,—মহারাজ আস্‌ছেন।

[সত্যানন্দের প্রবেশ]

সত্যানন্দ। জয় জগদীশ হরে!

[সকলে আভূমি নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।]

সত্যানন্দ। বন্দে মাতরম্!

সকলে। বন্দে মাতরম্!

সত্যানন্দ! হে সন্তানগণ! আমি এই মাত্র তীর্থভ্রমণ শেষ ক'রে আনন্দমঠে ফিরেছি, আর ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রছি। তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। [অল্পক্ষণ নীরব রহিলেন] শোন। টমাস্

নামে একজন ইংরাজ এ পর্য্যন্ত আমাদের বহু সন্তান নষ্ট করেছে! ফির্‌বার পথে আমি খোঁজ নিয়ে জান্‌তে পার্‌লাম, সে নাকি এই কানন বেষ্টন ক'রে সন্তানদের ধ্বংস কর্‌বার আয়োজন কর্‌ছে। কিন্তু তার সেই হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে আমি দেব না। তার পূর্ব্বেই আজই রাত্রে আমরা তাকে সসৈন্যে বধ কর্‌ব। তোমরা কি বল···

সকলে। এখনই এখনই! কোথায়? কোথায় সেই নরাধম?

সত্যানন্দ। অধীর হয়ো না বৎসগণ! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শত্রুদের কামান আছে, কামান ছাড়া তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। পদ-চিহ্নের দুর্গ থেকে ১৭টা কামান আস্‌ছে। কামান এসে পৌঁছুলেই আমরা যুদ্ধযাত্রা কর্‌ব।

সকলে। কখন? কখন কামান আসবে?

সত্যানন্দ। খুব বেশী দেরী হবে না। সবে প্রভাত হয়েছে। বেলা বার দণ্ডের মধ্যেই আসবে আশা করি······

[অদূরে সহসা কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল।]

ওকি! ও কিসের শব্দ!

জীবানন্দ। মহারাজ! এ কামানের শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়।

সত্যানন্দ। দেখ—দেখ তোমরা কিসের তোপ? কয়েকজন অশ্বারোহণ ক'রে অগ্রসর হও।

[কয়েকজন ছুটিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল।]

সত্যানন্দ। আবার সেই গর্জ্জন! জীবানন্দ! তুমি ঐ সাম্‌নের বড় গাছটার ওপর উঠে ভাল ক'রে দেখ!

[জীবানন্দের প্রস্থান]

ভবানন্দ!

ভবানন্দ। আদেশ করুন মহারাজ!

সত্যানন্দ। কয়েকজনকে এখনই পাঠিয়ে দাও—সন্তানদের সংবাদ দেবার জন্যে। তারা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে আনন্দমঠে উপস্থিত হয়।

[ভবানন্দ কয়েকজনকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা নিষ্ক্রান্ত হইল।]

জ্ঞানানন্দ, তুমি অস্ত্রাগারে যাও। প্রত্যেক সন্তানকে এক একটা তরবারি দাও। আর যে কটা বন্দুক আছে সে কটা যারা বন্দুক ধারণের উপযুক্ত তাদের দিয়ো।

জ্ঞানানন্দ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[জ্ঞানানন্দের প্রস্থান।]

সত্যানন্দ। [জীবানন্দের উদ্দেশ্যে] কি দেখ্‌ছ জীবানন্দ?

জীবানন্দ। [নেপথ্যে] মহারাজ, আমাদের সন্তান যারা খোঁজ নিতে গিয়েছিল তারা সকলেই গোলার আঘাতে মারা প'ড়েছে।

সত্যানন্দ। তোপ কাদের?

জীবানন্দ। [নেপথ্যে] ইংরাজদের।

সত্যানন্দ। কত সৈন্য?

জীবানন্দ। [নেপথ্যে] অনুমান করা কঠিন! মনে হয় অসংখ্য!

সত্যানন্দ। কটা কামান?

জীবানন্দ। [নেপথ্যে] বোঝা যাচ্ছে না।

সত্যানন্দ। তুমি গাছ থেকে নেমে এস। ধীরানন্দ! সুচতুর ইংরাজ আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছে! আমরা আক্রমণ করবার পূর্ব্বেই তারা আমাদের আক্রমণ ক'রেছে।

ধীরানন্দ। কোন ভাবনা নেই মহারাজ! আমরা সকলেই—

সত্যানন্দ। তোমরা সকলেই যে প্রাণ দিতে পারবে তা' আমি জানি। কিন্তু তোপের মুখে দাঁড়িয়ে মূর্খের মত প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেই

ত' কার্য্য সিদ্ধি হবে না ! আমাদেরও কামান চাই ! কত সন্তান এখনই আমরা সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌ব ভবানন্দ ?

ভবানন্দ। দশ সহস্র ! [জীবানন্দের প্রবেশ]

জীবানন্দ ! দশ হাজার সন্তান এখনই উপস্থিত হবে। কি ক'র্‌তে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।

সকলে। বন্দে মাতরম্ !

সত্যানন্দ। জগদীশ হরি তোমাদের কৃপা করুন। তোপ কতদূরে জীবানন্দ ?

জীবানন্দ। এই কাননের খুব কাছেই—একখানা ছোট মাঠ ব্যবধান মাত্র।

সত্যানন্দ। তোমরা দশ হাজার সন্তান। আজ তোমাদের জয় হবে। ইংরাজের তোপ কেড়ে নিয়ে ঐ তোপ দিয়েই ওদের পরাজিত কর। জয় জগদীশ হরে !

সকলে। জয় জগদীশ হরে !

সত্যানন্দ। আমি আনন্দমঠে যাচ্ছি, তোমরা অগ্রসর হও।

[সত্যানন্দের প্রস্থান]

জীবানন্দ। চল ভাই সব,—অগ্রসর হও। বল—বন্দে মাতরম্ !

সকলে। বন্দে মাতরম্।

ভবানন্দ। জীবানন্দ ?

জীবানন্দ। কি ভবানন্দ ? এ সময় পিছু ডাক্‌লে যে ?

ভবানন্দ। চোখের সম্মুখেই ত' দেখ্‌লে তোপের মুখে প'ড়ে সন্তানরা মুহূর্ত্তের মধ্যেই কেমন ক'রে মারা প'ড়্‌ল ! তারা যুদ্ধ ক'র্‌বারও অবকাশ পেল না। এভাবে অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি ?

জীবানন্দ। কি ক'র্‌তে বল ?

ভবানন্দ। শোন,—এ ভাবে বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রাণ নষ্ট না ক'রে কৌশলে প্রাণ রক্ষা করি এস। বনের ভিতরে গাছের

আড়ালে থেকে পদচিহ্ন থেকে কামান না আসা পর্য্যন্ত প্রাণরক্ষা করাই এখন কর্ত্তব্য। তোপের মুখে পরিষ্কার মাঠে বিনা তোপে এ সন্তান-সৈন্য একদণ্ডও টিক্‌বে না।

জীবানন্দ। কিন্তু ভবানন্দ, প্রভু আদেশ দিয়েছেন তোপ কেড়ে নিতে হবে।

ভবানন্দ। এম্‌নি ভাবে তোপ কাড়ার সাধ্য কারুর নেই ভাই, কিন্তু যদি যেতেই হয় তবে আমি যাই, তুমি থাক।

জীবানন্দ। তা' হবে না ভবানন্দ, আজ আমার ম'র্‌বার দিন!

ভবানন্দ। [হাসিয়া] আমারই যে দিন নয় তা' তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে? মৃত্যুর পক্ষে কালাকাল আর কি!

জীবানন্দ। তবে চল, দু'জনেই যাই!

ভবানন্দ। এসো ভাই সন্তান—যে পার্‌বে এই মৃত্যু-তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে। বন্দে মাতরম্‌!

সকলে। বন্দে মাতরম্‌!

[সকলের প্রস্থান]

[অদূরে কামানের গর্জ্জন, বহুকণ্ঠে "বন্দে মাতরম্‌" চিৎকার, ও মৃত্যু আর্ত্তনাদ শোনা গেল। এই সময় জ্ঞানানন্দ আর একদল সন্তান সৈন্য লইয়া বিপরীত দিক্‌ হইতে দ্রুত প্রবেশ করিল।]

জ্ঞানানন্দ। ঐ দেখ—ঐ দেখ সন্তানগণ! ইংরাজের তোপের মুখে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি বহু সন্তান ছুটে গেছে। চল আমরাও যাই। মায়ের জন্যে আজ সকলে আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন দেব। বল—বন্দে মাতরম।

সকলে। বন্দে মাতরম্‌!

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।]

[নেপথ্যে উপর্য্যুপরি কামানের গর্জ্জন ও আর্ত্তনাদ। অল্পক্ষণ পরেই রণক্লান্ত বেশে মুক্ত তরবারি হস্তে জীবানন্দ ও ভবানন্দের প্রবেশ।]

জীবানন্দ। তোমার কথাই ঠিক ভবানন্দ,—এভাবে অগ্রসর হওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মধ্যেই বহু সন্তান সৈন্য ধ্বংস হ'য়েছে। আর বৈষ্ণব ধ্বংসের প্রয়োজন নেই। চল এবার ধীরে ধীরে ফেরা যাক্।

ভবানন্দ। এখন আর ফেরার পথ নেই জীবানন্দ, যে ফিরবে সেই ম'রবে।

জীবানন্দ। তবে এক কাজ কর। অল্প কিছু সন্তান সৈন্য নিয়ে তুমি সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার দ্বারা চালিত রক্ষী সেনার পেছনে থেকে অবশিষ্ট সন্তানদের পুল পার ক'রে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই। তোমার সঙ্গে যারা থাক্‌বে তারা নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে, কিন্তু আমার সঙ্গে যারা থাক্‌বে তারা বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারে।

ভবানন্দ। হ্যাঁ, সেই ভাল জীবানন্দ। একসঙ্গে একেবারে সকলের মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নয়। চল আমরা তাই করি, আর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

জীবানন্দ। তুমি তবে অগ্রসর হও। ঐ দেখ সম্মুখে কাপ্তেন টমাস্ সাহেব যুদ্ধ ক'র্‌ছে। ওর বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াও, ওকে আর অগ্রসর হ'তে দিও না,—এই অবসরে বিপরীত দিক্ দিয়ে আমি সন্তানদের নিয়ে পালাই।

ভবানন্দ। একটু দাঁড়াও জীবানন্দ। এই হয়ত' শেষ দেখা। একবার আলিঙ্গন করি এস ভাই।

[উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন]

জীবানন্দ। বন্দে মাতরম্ !

ভবানন্দ। বন্দে মাতরম্ !

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।]

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন, যুদ্ধ কোলাহল ও আর্ত্তনাদ।]

ভবানন্দ। [নেপথ্যে] পুলে যাও, পুলে যাও, ওপারে যাও ! জীবানন্দ পুলে নিয়ে যাও, নইলে রক্ষা নেই !

[মুক্ত তরবারি হস্তে ধীরানন্দ ও পূর্ণানন্দের প্রবেশ।]

ধীরানন্দ। ঐ দেখ—ঐ দেখ পূর্ণানন্দ, ভবানন্দ জ্ঞানানন্দকে নিয়ে শত্রুর ঐ অগ্ন্যুদ্গারি তোপ দখল করতে চ'লেছে। চল—আমরা ওদের সাহায্য করি !

পূর্ণানন্দ। ভয় নেই ভবানন্দ ! আমরাও যাচ্ছি,—অগ্রসর হও !

[উভয়ের প্রস্থান।]

[নেপথ্যে কয়েকবার কামান গর্জ্জন করিয়াই স্তব্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' চিৎকার ভাসিয়া আসিল। একটু পরেই ইংরাজের একটা কামান ঠেলিতে ঠেলিতে ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ, ধীরানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আরও কয়েকজন সন্তান-সৈন্য প্রবেশ করিল। সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাপ্তেন টমাস্ !]

ভবানন্দ। এইখানে—এইখানে রাখ !...... ...ব্যস্ !......কাপ্তেন টমাস্ ! এইবার তুমি আমাদের হাতে বন্দী। অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব ব'লে তোমার তোপ দখল করে তোমাকে সঙ্গে বেঁধে এনেছি। তোমার শাস্তি কি জান ?

টমাস্ ! ইংরাজ মরিটে ভোয় ক'রে না ! হাসিটে হাসিটে মরিটে জানে, just like a child's play !

ভবানন্দ। তবে মৃত্যুর জন্যেই প্রস্তুত হও।......জ্ঞানানন্দ, বন্দীকে

তোপের মুখে রেখে শক্রদের লক্ষ্য ক'রে গোলা ছোঁড়্। গোলার সঙ্গে ওরা বন্ধুর ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ উপহার পা'ক্!

[জ্ঞানানন্দ তোপের মুখ ঘুরাইয়া শক্রদের লক্ষ্য করিয়া স্থাপন করিল। পূর্ণানন্দ টমাস্ সাহেবকে তোপের সম্মুখে একটা গাছের সহিত বাঁধিল।]

ভবানন্দ। প্রস্তুত?

জ্ঞানানন্দ। সমস্তই প্রস্তুত!

ভবানন্দ। তবে তুমি মর। আমি স্বহস্তে ঐ পাষণ্ড নরহত্যাকারীকে বধ ক'র্‌ব।

[ভবানন্দ মশালে অগ্নিসংযোগ করিলেন।]

টমাস্। [উচ্চৈস্বরে] English soldiers! Oh my friends! In the name of England shot me direct before they set fire in the cannon!

[অদূরে বন্দুকের শব্দ হইল এবং একটি গুলি আসিয়া টমাসের মস্তকে বিদ্ধ হইল। সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।]

ভবানন্দ। ব্যর্থ হ'ল!—আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হ'ল জ্ঞানানন্দ! কিন্তু ঐ দেখ—ইংরাজেরা দ্বিগুণ তেজে আমাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে। আর বোধ হয় রক্ষা নেই! আমার সঙ্গে কে কে মর্‌তে প্রস্তুত।

সকলে। আমরা সকলেই!

ভবানন্দ। তবে এস বন্ধুগণ, একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি।

[ভবানন্দ কামানে অগ্নিসংযোগ করিলেন। কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল।] লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল। জ্ঞানানন্দ, কামানে বারুদ দাও, বারুদ দাও!

জ্ঞানানন্দ। কোথায় বারুদ? বারুদ ত' আমাদের সঙ্গে নেই! তাড়াতাড়ি ইংরাজের বারুদও আমরা কেড়ে আনিনি!

ভবানন্দ। তবে আর কোন উপায় নেই ভাই, কোন উপায় নেই! মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।

[সকলেই তরবারি মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ ইংরাজের বন্দুক নিক্ষিপ্ত একটা বুলেট্ আসিয়া ভবানন্দের বুকে বিঁধিল। ভবানন্দ পড়িয়া গেল।]

জ্ঞানানন্দ। একি হ'ল? ভবানন্দ শত্রুর গুলিতে বিদ্ধ হ'য়েছে! হায় হায়! একি হ'ল! ভবানন্দ! ভবানন্দ!

[ভবানন্দের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।]

ভবানন্দ। এখন বিলাপের সময় নেই ভাই! সচেতন হ'য়ে আত্মরক্ষা কর। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়োনা, আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

[সহসা সন্তানগণের দিক্ হইতে একসঙ্গে বহু কামানের প্রচণ্ড গর্জ্জন উঠিল।]

জ্ঞানানন্দ। ও-কি! ও কিসের শব্দ?

পূর্ণানন্দ। বহু কামান একসঙ্গে গর্জ্জন ক'রে উঠল। ঐ দেখ ভাই, সন্তানদের পক্ষ থেকে কারা কামান ছুঁড়ছে! ইংরাজ সৈন্য যারা অগ্রসর হ'চ্ছিল তারা সকলেই গোলার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

ধীরানন্দ। তবে পদচিহ্ন থেকে কামান এসে প'ড়েছে! আর ভয় নেই!

জ্ঞানানন্দ। ভবানন্দ! ভবানন্দ! আমাদের কামান এসে পড়েছে!

ভবানন্দ। বড় সুখী হ'লাম ভাই! মর্‌বার আগে জেনে গেলাম যে আমরা পরাজিত হব না!

জ্ঞানানন্দ। চল, তোমাকে আমরা কাঁধে ক'রে এখান থেকে নিয়ে যাই ভবানন্দ!

ভবানন্দ। নিয়ে গিয়ে কি ক'র্‌বে জ্ঞানানন্দ! বাঁচাতে পার্‌বে না ভাই! বন্দুকের গুলি আমার হৃদয় ভেদ ক'রে গেছে! মহারাজকে

ব'ল আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছি, আমার অপরাধ যেন ক্ষমা করেন।

জ্ঞানানন্দ। তোমার কিসের অপরাধ ভবানন্দ ?

ভবানন্দ। প্রভু তা' জানেন ভাই ! তা'কে আ-মা-র—প্র-ণা-ম—[মৃত্যু]

জ্ঞানানন্দ। ভবানন্দ ! ভবানন্দ !······সন্তানগণ ! ভবানন্দ আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে ! তার আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।
[সকলে নতজানু হইয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। ঠিক এই সময় জীবানন্দ সশস্ত্র সন্তানগণ সহ দ্রুত প্রবেশ করিল।]

জীবানন্দ। ভবানন্দ ! ভবানন্দ ! আমাদের জয় হ'য়েছে ! আমাদের ···একি !—

জ্ঞানানন্দ। ভবানন্দ আমাদের ত্যাগ ক'রে গেছে জীবানন্দ ! যদি আর একটু আগে আমাদের কামান এসে পৌঁছাত, তবে হয়ত তাকে বিদায় নিতে হত না !

জীবানন্দ। [দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া] ভবানন্দই আগে গেল ! যাক্,—দুঃখ কর্‌বো না,—দুঃখ ক'রো না ভাই সন্তানগণ ! বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যুই আজ ভবানন্দ বরণ ক'রেছে। বলিস্বরূপ নিজেকে উৎসর্গ ক'রে সে আজ মায়ের পূজা সফল ক'রেছে। গাও সকলে,—হরে মুরারে······

সকলে। [নতজানু হইয়া বসিয়া]

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

[আনন্দমঠ, শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপ। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, ধীরানন্দ ও পূর্ণানন্দ বসিয়া আছেন। সকলেই বিষণ্ণ, গম্ভীর; বহু সন্তান ও ভবানন্দের বিচ্ছেদে সকলেই মর্ম্মাহত।]

জীবানন্দ। জয় আমাদের হ'য়েছে মহারাজ! কিন্তু তার জন্যে যে মূল্য দিতে হ'য়েছে তাও বড় কম নয়! ভবানন্দর মত সন্তানকে আমরা হারালাম এ ব্যথা কিছুতেই আর ভুল্‌তে পার্‌ছি না মহারাজ!

সত্যানন্দ। ভবানন্দর জন্যে দুঃখ ক'রোনা বৎস। সে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রেছে। আমরা যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছি তাতে বলিদান আছে,—আমাদের সকলকেই বলি পড়্‌তে হবে। ভবানন্দ ম'রেছে, আমি ম'র্‌ব, জীবানন্দ ম'র্‌বে—সকলেই ম'র্‌বে। এই মৃত্যুর জন্যে দুঃখ ক'রোনা! যাতে মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছু কাজ ক'রে যেতে পারি, তারই জন্যে শুধু সচেষ্ট থাক। মনে রেখ মায়ের পূজায় তোমরা বলি মাত্র।

জীবানন্দ। এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য মহারাজ?

সত্যানন্দ। এখন আমাদের কর্ত্তব্য আরও কঠিন হ'ল—শুধু যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই সে কর্ত্তব্য আর সীমাবদ্ধ থাকল না। এতদিন যে জন্যে আমরা সব কাজ, সব ধর্ম্ম, সব সুখ ত্যাগ করেছিলাম সেই ব্রত আজ সফল হয়েছে। এ প্রদেশ সমস্তই আমাদের অধিকারে এসেছে। এখন আর এমন কেউ নেই যে

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সুতরাং এবার শান্তির দিকে মন দাও। বরেন্দ্র ভূমিতে তোমরা সন্তান রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার ক'র্‌বার জন্যে সেনা সংগ্রহ কর। সন্তান-রাজ্য হ'য়েছে শুন্‌লে বহু সেনা সন্তানের পতাকা গ্রহণ ক'র্‌বে, তখন বিনা রক্তপাতেই নগর জয় আমাদের সুসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌বে।

জীবানন্দ। নগর জয়ের পর কি ক'রব প্রভু?

সত্যানন্দ। তখন যার শিরে তোমাদের খুসী রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে শাসনদণ্ড হাতে তুলে দিও। আর সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে গৃহধর্ম্ম গ্রহণ ক'রো।

জীবানন্দ। আপনি থাক্‌তে আমরা আর কার মাথায় রাজমুকুট পরাব মহারাজ!

সত্যানন্দ। [হাসিয়া] রাজমুকুট মাথায় পরার জন্যে তোমাদের আমি সংঘবদ্ধ করিনি জীবানন্দ! মায়ের শৃঙ্খল মোচন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আজীবন আমি ব্রহ্মচারী। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে আবার আমি ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'র্‌ব—সংসার ত্যাগ কর্‌ব। যাও, তোমরা এখন এই কক্ষ ত্যাগ কর। শুধু মহেন্দ্র থাক্, তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

[মহেন্দ্র ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান।]

শোন মহেন্দ্র, তোমরা সকলেই বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ ক'রে সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছিলে। তোমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যতদিন না সন্তানদের কার্য্যোদ্ধার হয়, ততদিন স্ত্রীকন্যার মুখ দর্শন ক'র্‌বে না। আজ সেই কার্য্যোদ্ধার হ'য়েছে। সুতরাং তুমি এখন আবার সংসারী হ'তে পার।

মহেন্দ্র। প্রভু, সংসারের কথা ব'লে আর আমার মনে ব্যথা দেবেন না। আমার আদরিণী কল্যাণী আত্মঘাতিনী হ'য়েছে, আর আমার কন্যা যে কোথায় তাও জানি না। কাকে নিয়ে সংসার করব? সংসার এখন আমার কাছে বিষবৎ! এই সন্ন্যাসই আমার ভাল।

সত্যানন্দ। বৎস, দুঃখের কোন কারণ নেই! তোমার স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয়নি। সে এখনও জীবিত ও সুস্থ আছে।

মহেন্দ্র। সে কি প্রভু! আমার স্ত্রী জীবিত? কোথায়—কোথায় সে?

সত্যানন্দ। শীঘ্রই তার দেখা পাবে। আমি তাকে আন্‌বার জন্য জীবানন্দকে আদেশ দিচ্ছি।

মহেন্দ্র। আর আমার কন্যা?

সত্যানন্দ। তাকেও জীবানন্দ তোমার কোলে তুলে দেবে। তোমার কার্য্যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়েছি বৎস! আমার প্রধান শিষ্য জীবানন্দ, ভবানন্দ যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে পারেনি, তুমি অনায়াসে তা' রক্ষা ক'রেছ।

মহেন্দ্র। কি ব'ল্‌ছেন মহারাজ? জীবানন্দ ভবানন্দ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে?

সত্যানন্দ। হ্যাঁ, উভয়েই গোপনে স্ত্রীসংসর্গ দোষে দুষ্ট। জীবানন্দ তার স্ত্রী শান্তির সঙ্গে গোপনে দেখা করেছিল এবং শান্তিও এই আনন্দমঠে ছদ্মবেশে তার স্বামীর সঙ্গেই বাস ক'র্‌ছে। নবীনানন্দকে তুমি দেখেছ বোধ হয়?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ! সে ত বালক!

সত্যানন্দ। বালক নয়, বালিকা। সে-ই জীবানন্দের স্ত্রী শান্তি। তুমি হয়ত ভাবছ তাকে মঠে স্থান দিয়ে কেন আমি নিয়মভঙ্গ ক'রেছি? কিন্তু বাধ্য হয়েই তাকে স্থান দিতে হ'য়েছে মহেন্দ্র! তার যুক্তির কাছে আমি পরাজিত হ'য়েছি।

মহেন্দ্র। আপনি পরাজিত হ'য়েছেন এও কি সম্ভব?

সত্যানন্দ। সত্য সত্যই শান্তি আমাকে পরাজিত ক'রেছে। সে আমাকে শিখিয়েছে যে নারী পুরুষের সাধনার বিঘ্নস্বরূপ নয়, সহায়-স্বরূপ। নারীর সাহায্য পেলে পুরুষের কাজ অনেক সহজসাধ্য হ'য়ে ওঠে—অনেক সুন্দর হ'য়ে ওঠে। নর-নারী উভয়েই ভগবানের সৃষ্ট জীব। পৃথিবীতে ভাল ভাবে বাস ক'র্‌তে গেলে পরস্পরের সহযোগিতাই কাম্য। পরস্পরকে বাদ দিয়ে পার্থিব জীবন সার্থক ক'রতে নরও পারে না, নারীও পারে না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শান্তিকে আমি আনন্দমঠে স্থান দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জীবানন্দ ও শান্তি উভয়েই তাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'র্‌ছে। কোন মালিন্য তাদের অন্তর আজও স্পর্শ ক'র্‌তে পারেনি।

মহেন্দ্র। আর ভবানন্দ ?

সত্যানন্দ। তার চিত্ত ছিল আরও দুর্ব্বল। সে পরস্ত্রীর রূপে মোহগ্রস্ত হ'য়ে আপনার ব্রতের কথা বিস্মৃত হ'য়েছিল। অবশ্য পরে নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেছে। আমার সর্ব্বদাই ভয় হয় মহেন্দ্র কোনদিন হয়ত জীবানন্দও প্রায়শ্চিত্ত করে দেহ বিসর্জ্জন দেবে।

মহেন্দ্র। সে সম্ভাবনা কি আছে প্রভু ?

সত্যানন্দ। আছে ;—আত্মবিষয়ে জীবানন্দ ও শান্তি উভয়েই সচেতন। আত্মবিসর্জ্জনের তারা শুধু সুযোগ খুঁজ্‌ছে।

মহেন্দ্র। তাদের নিরস্ত করুন না কেন মহারাজ ! এমন মহৎ নিষ্পাপ প্রাণ যদি ধ্বংস হয় তাহ'লে·····

সত্যানন্দ। তাহ'লে সব চেয়ে বেশী আঘাত পাব আমিই। আমি চেষ্টা ক'র্‌ছি মহেন্দ্র, যাতে তারা প্রাণ বিসর্জ্জন না দেয়। কিন্তু

ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না! তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর,—আমি গিয়ে জীবানন্দকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে এলে তার সঙ্গে আজই তুমি তোমার স্ত্রীকন্যার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবে।…ভাল কথা,—তোমাকে যে আমি সব ব'লেছি এবং তুমি যে জীবানন্দের সম্বন্ধে সব জান, একথা তার কাছে এখন প্রকাশ ক'রোনা।

মহেন্দ্র। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[সত্যানন্দের প্রস্থান।]

মহেন্দ্র। ভগবান! তোমার করুণা অসীম! সব কেড়ে নিয়ে কাঙ্গাল ক'রে তার চতুর্গুণ আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলে। তোমায় কোটি প্রণাম জানাচ্ছি।

[প্রণাম করিলেন। জীবানন্দের প্রবেশ।]

জীবানন্দ। এস মহেন্দ্র—তোমার হারানিধি তোমাকে ফিরিয়ে দেব চল।

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী কোথায় জীবানন্দ?

জীবানন্দ। নগরে।

মহেন্দ্র। নগরে? কার আশ্রয়ে?

জীবানন্দ। একজন স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে এবং সন্তানের তত্ত্বাবধানে।

মহেন্দ্র। চল জীবানন্দ, আমরা নগরে যাই!

জীবানন্দ। ব্যস্ত হয়ো না—নবীনানন্দ তাকে আন্তে নগরে গেছে।

মহেন্দ্র। নবীনানন্দ মানে তোমার…… মানে……সেই তোমার অনুরক্ত বালক সন্ন্যাসীটি?

জীবানন্দ! হ্যাঁ।

মহেন্দ্র। কখন সে ফিরবে?

জীবানন্দ। এখানে আর তারা ফিরবে না। তারা পদচিহ্নে উপস্থিত হবে। চল, আমরাও পদচিহ্নে যাত্রা করি।

মহেন্দ্র। কিন্তু, আমার কন্যা ?

জীবানন্দ। তাকেও সেইখানে পাবে।

মহেন্দ্র। সে এতদিন কার আশ্রয়ে ছিল ?

জীবানন্দ। এই অধমের ভগ্নীর আশ্রয়ে।

মহেন্দ্র। জীবানন্দ! ভাই, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য!

জীবানন্দ। [হাসিয়া] অপরিশোধ্য যখন তখন আমার আজ্ঞা পালন কর। আমি হুকুম ক'র্‌ছি মহেন্দ্র, এখনই পদচিহ্নে যাত্রা ক'র্‌তে হবে।

মহেন্দ্র। [হাসিয়া] যথা আজ্ঞা দেব! এ-দাস আপনার ক্রীতদাস! বলুন।

[উভয়ে হাসিতে হাসিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শিবগ্রাম—ডানিওয়ার্থ সাহেবের কুঠি। ডানিওয়ার্থ ও মেজর এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌ কথা বলিতেছেন। পার্শ্বে মুন্সী।]

এড্‌ওয়ার্ডস্‌। হাম্‌রা হারিয়া যাইলাম এটো খুব ডুক্ষের কঠা আছে।

ডানিওয়ার্থ। Still more we have lost our friend, Mr. Thomas. মিষ্টার টমাস্‌কে যে এমন করিয়া হারাইটে হইবে টাহা ভাবা যায় না'ই। ইহা আরও ডুক্ষের বিষয়।

মুন্সী। সত্যি সাহেব, বড় দুঃখের কথা! কি বলেন Major ?

এড্‌ওয়ার্ডস্‌। Of course! May his soul rest in peace! কিন্তু এখোন কি করা যায়! সন্ন্যাসীগণ বহুৎ বড়া ডল গঠন করিয়াছে, আউর্‌ কামান, বন্দুক্‌ভি বহুট্‌ রাখিয়াছে।

উহাডের ডমন্ করিটে গভর্ণর হেষ্টিংস্ হামাকে পাঠাইলেন। But I am a stranger here. হামি এডেশের কিছুই খবর রাখি না। এখোন আপনারা হামাকে সাহায্য করিলে necessary informations যোগাইলে আমি কিছু করিটে পারি।

ডানিওয়ার্থ। Oh yes! with all our might. হাম্‌রা আপনাকে সাধ্যমত সাহায্য করিব। কি বলেন্ মুন্সী ?

মুন্সী। আজ্ঞে হ্যাঁ, সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই ক'র্‌ব। কোন কিছু জান্‌তে মেজর সাহেবের কোন অস্থবিধে হবে না। এ জায়গার সব কিছুই আমার নখদর্পণে।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্। হামি হামাদের একজন সেপাইএর মুখে আজ জানিটে পারিলাম যে, পড্‌চিন্‌হ্‌ নামক এক গ্রামে উহাডের ডুর্গ আছে, আউর উহাটে কামান বণ্ডুক্ সব টৈয়ার হইটেছে। পড্‌চিন্‌হ্‌কা ডুর্গ খটম্ করিটে পারিলে হাম্‌রা অবশ্যই জয়লাভ করিব। আউর সন্ন্যাসীগণ মাঠা তুলিতে পারিবে না। উহাটে উহাডের treasury I mean ঢনাগারও ভি আছে।

মুন্সী। তবে আর ভাব্‌না কি! পদচিহ্ন বেশী দূরে নয় সাহেব,—আক্রমণ করুন।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্। না মুন্সীজি! এখোন আক্রমণ করা যাইবে না। উহাডের বহুট্ সৈন্য আউর ভারী ভারী কামান আছে। কৌশলে উহাডের হারাইটে হইবে। পড্‌চিন্‌হ্‌কা খবর আনিটে হামি একজন ক্যাপ্টেনকে আজ পাঠাইয়াছি। Let him return—টাহার পর যাহা হয় করা যাইবে।

[একজন চর প্রবেশ করিল।]

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্। What news! কেয়া খবর ?

চর। বিশেষ কোন খবর নেই সাহেব। শুধু আস্‌বার সময় দেখ্‌লাম নদীর ধারে সারি সারি দোকান পসার ব'সে গেছে। শুন্‌লাম কাল মাঘী পূর্ণিমার দিন খুব বড় মেলা ব'স্‌বে সেখানে।

এড্‌ওয়ার্ডস্। মেলা? What do you mean by মেলা?

ডানিওয়ার্থ। That is a fare।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্। Oh, I understand! ঐ মেলা কেন হইবে?

চর। সন্ন্যাসীরা যুদ্ধ জয় ক'রে খুব মেতে উঠেছে! দেশে সন্তান-রাজ্য হ'য়েছে ব'লে তারা ঐ মেলা ক'রে নাকি উৎসব ক'র্‌বে।

এডওয়ার্ডস্। উট্‌সব্? You mean a festival? সন্ন্যাসীরা সব ঐ মেলায় নিশ্চয় আসিবে?

চর। হ্যাঁ, সাহেব!

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্। [লাফাইয়া উঠিলেন।] A grand opportunity! মিষ্টার ডানিয়ার্থ, এই অবসরে হামি পড্‌চিন্‌হের ডুর্গ attack করিবে। [চরকে] দেখ, তুমি বহুট্ লোক লইয়া প্রচার করিয়া ডেও যে কাল হামরা মেলা আক্রমণ করিবে—ঐ মেলা হইটে ডিবেনা!

ডানিওয়ার্থ। What is your plan Mr. Edwards! হাপনি কি সত্যই মেলা আক্রমণ করিবেন? মেলায় উহারা বহুট দল ভারী হইবে!

এডওয়ার্ড্‌স্। No, Mr. Daniworth; মেলা হামি attack করিবে না। This is a trick. মিথ্যা গুজব রটাইয়া ডিলাম। এই কঠা শুনিয়া সন্ন্যাসীরা হাতিয়ার লইয়া ডলে ডলে মেলায় আসিবে; কারণ টাহারা মেলা করিবেই। উহাটে হইবে কি পড্‌চিন্‌হকা fort একডম খালি হইবে। তখন—তখন হামি হামার ফৌজ্ লইয়া পড্‌চিন্‌হ আক্রমণ করিবে। এক

মিনিটে উহা হামাদের হাতে আসিবে—without fight and without bloodshed।

ডানিওয়ার্থ। Grand idea ! I congratulate you Mr. Edwards !

[তাহারা করমর্দ্দন করিলেন।]

এডওয়ার্ড্‌স্‌। [চরকে] এই টুমি জল্‌ডি চলিয়া যাও।

[চরের প্রস্থান ও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লিণ্ড্‌লের প্রবেশ।]

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌। Good God ! What's the matter, Lindley ? টুমি এমন শীঘ্র ফিরিলে যে ? আর এমন করিয়া হাঁটিতেছে কেন ?

লিণ্ড্‌লে। হামার ঠেং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌। কেমন করিয়া ?

লিণ্ড্‌লে। সেই বৈষ্ণবী woman যাহাকে ঘোড়ায় টুলিয়া লইয়া পড্‌চিন্‌হে হামাকে যাইটে বলিলেন সেই হামাকে ফেলিয়া ডিয়া ঠেং ভাঙ্গিয়া ডিল।

মুন্সী। তুমিও দেখ্‌ছি দ্বিতীয় টমাস্‌ সাহেব হ'লে সাহেব ! মেয়েমানুষের হাতে ঠেং ভেঙ্গে এ'লে। বাঃ ! বীর বটে !

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌। কেমন করিয়া সে টোমার ঠেং ভাঙ্গিল ?

লিণ্ড্‌লে। হাপ্‌নার সম্মুখেইটো কঠা হইল যে সেই বৈষ্ণবী পড্‌চিন্‌হ্‌কা খবর আনিটে হামাকে লইয়া যাইবে। সে প্রঠমে বলিয়াছিল যে সে ঘোড়াপর চড়িটে জানেনা; টাই হামাকে টাহাকে লইয়া যাইটে হইবে। হাপ্‌নি হামাকে হুকুম ডিয়া চলিয়া গেলেন আর হামি ঘোড়া আনিটে গেলাম।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌। টাহার পর ?

লিণ্ড্‌লে। টাহার পর খুব বড়া একটো Arabian Horse আনিয়া হামি টাহাকে ঘোড়ে পর টুলিটে যাইলাম। But she refused

to ride on the spot! সে বলিলে ছাউনি ছাড়াইয়া চড়িবে। টাই হামি ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলাম আর সে হামার পিছু আসিটে লাগিল!

এড্ওয়ার্ড্স্। But how she broke your leg?

লিণ্ড্লে। বলিটেছি শুনুন্! সে ইস্‌টিরিলোক মিথ্যা কঠা বলিয়াছিল। সে একজন পাকা ঘোড়্সোয়ার। যেমন হামি ক্যাম্প্ ছাড়াইয়াছি টেমন্ সে হামার পায়ের উপর পা দিয়া with a jump—ঘোড়েপর উঠিয়া পড়িল। হামাকে বলিল, টুমি কাঁচা ঘোড়্সোয়ার আছে। রেকাবপর পা ডিয়া টুমি চলিতেছ, কিন্তু হামি পা দিই নাই। তখোন হামি টাহাকে ডেখাইবার জন্য যেমন রেকাব হইটে পা টুলিলাম টেমন সে হামাকে ঠেলা ডিয়া ফেলিয়া ডিল। হামি নিচে পড়িয়া গেলাম এবং পা ভাঙ্গিয়া গেল। তখোন সেই naughty ইস্‌টিরিলোক হাসিটে হাসিটে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল।

মুন্সী। আহা! সত্যিই বড় দুঃখের কথা! এমন বদ্‌রসিকতা ক'বে স্ত্রীলোকটি পালিয়ে গেল?

এড্ওয়ার্ড্স্। I understand লিণ্ড্লে, সে বৈষ্ণবী না আছে—An imp of Satan। গুপ্তচর আছে। নিশ্চয় সে পড্চিন্‌হে সংবাদ দিতে চলিল।

লিণ্ড্লে। Exactly Sir! হামারও টাহাই মনে হয়।

এড্ওয়ার্ড্স্। But before she reaches there—টাহারা সাব্ডান হইবার পূর্ব্বেই হামাদিগকে পড্চিন্‌হ্ আক্রমণ করিটে হইবে! Let us start direct! কি বলেন মিঃ ডানিওয়ার্থ?

ডানিওয়ার্থ। হাঁ, টাহাই করা উচিট্!

এড্ওয়ার্ড্স্। Come on Mr. Daniwarth—ফৌজদিগকে হামরা তৈয়ার করি। এখোনি যাত্রা করিটে হইবে।

লিণ্ড্লে। হামার কি হইবে Sir ?

এড্ওয়ার্ড্স্। Don't be afraid ! টোমার চিকিৎসার বণ্ডোবষ্ট্ করিটেছি।

[এড্ওয়ার্ড্স্ ও ডানিওয়ার্থের প্রস্থান।]

মুন্সী। ভয় কি সাহেব ? তোমার ত' পোয়াবার,—যুদ্ধে যেতে হবেনা, ততক্ষণ বিছানায় আরাম ক'রে শুয়ে শুয়ে সেই স্ত্রীলোকটির স্বপ্ন দেখ।

লিণ্ড্লে। মুন্সী ! টামাসা করিটেছেন ?

মুন্সী। আরে রাম্-রাম্ ! তোমার সঙ্গে তামাসা আমি ক'র্‌ব ! এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার ! তুমি হ'লে কোম্পানীর ক্যাপ্টেন ! আমি হ'লাম······আরে ছিঃ-ছিঃ !—তবে স্ত্রীলোকটি একটু তামাসা ক'রে গেছে বৈকি ! হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ !

[প্রস্থান।]

লিণ্ডলে। ননসেন্স !

তৃতীয় দৃশ্য

[বনমধ্যস্থ উন্মুক্তস্থান—অদূরে একটি অনতি-উচ্চ টিলা। টিলা দুই ভাগে বিভক্ত—মধ্যে উপত্যকার ন্যায় নিম্নাংশ সমতলের সহিত আসিয়া মিশিয়াছে। টিলার অন্তরালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। তাহারই রক্তাভ রশ্মি সমস্ত স্থানটিকে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। মহেন্দ্র সিংহ সন্তান-সেনাগণসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।]

মহেন্দ্র। এইখানেই তাঁবু ফেলাঁর ব্যবস্থা কর পূর্ণানন্দ, আজ আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সূর্য্য অস্ত যেতে আর বেশী দেরী নেই। রাত্রে এত সৈন্য, কামান, বন্দুক এবং মালপত্র দিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

পূর্ণানন্দ। কিন্তু আজ রাত্রেই যদি ইংরাজরা মেলা আক্রমণ করে ?

মহেন্দ্র। আজ রাত্রে ত' আর মেলা ব'স্‌বে না !—আজ আক্রমণ ক'র্‌লে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সুতরাং তারা তা' কর্‌বে না। আমি চরমুখে সংবাদ পেয়েছি—কাল প্রত্যুষেই তারা আক্রমণ ক'র্‌বে। আমরা শেষরাত্রে যাত্রা ক'র্‌বো—এবং প্রত্যুষের পূর্ব্বেই মেলায় পৌছাতে পার্‌ব। মহারাজকে আমি রাত্রেই আমাদের সংবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি।···ব্রহ্মানন্দ !

ব্রহ্মানন্দ। আদেশ করুন !

মহেন্দ্র। তুমি দ্রুতগামী অশ্ব বেছে নিয়ে এখনিই আনন্দমঠে যাত্রা কর। আজ রাত্রেই আনন্দমঠে পৌছে মহারাজকে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা, অস্ত্রবল প্রভৃতি সমস্ত সংবাদ দিতে হবে।

ব্রহ্মানন্দ। যথা আজ্ঞা ! আমি এখনি যাত্রা ক'র্‌ছি।

[ব্রহ্মানন্দের প্রস্থান।]

মহেন্দ্র। তুমি তবে তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা কর পূর্ণানন্দ !

পূর্ণানন্দ। বেশ ! তাই ক'র্‌ছি।

[পূর্ণানন্দের প্রস্থান।]

মহেন্দ্র। সন্তানগণ ! চল ঐ টিলার ওপারে কি আছে আমরা দেখে আসি। এইখানে যখন রাত্রিযাপন ক'র্‌তে হবে তখন চারিদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

[টিলার দিকে তাহারা অগ্রসর হইল। এমন সময় উন্মুক্ত তরবারি হস্তে জীবানন্দের প্রবেশ।]

জীবানন্দ। চল—চল সন্তানগণ—টিলায় চড়।

মহেন্দ্র। একি ! জীবানন্দ ! তুমি হঠাৎ কোথা থেকে ?

জীবানন্দ। ইংরাজদের শিবির থেকে সমস্ত সংবাদ নিয়ে তোমাকে জানাতে এসেছি—মহেন্দ্র। ইংরাজরা মেলা আক্রমণ ক'র্‌বে না—তারা আক্রমণ ক'র্‌বে পদচিহ্নের দুর্গ।

মহেন্দ্র। সে কি !—প্রভু যে সংবাদ পাঠিয়েছেন সমস্ত সৈন্য নিয়ে মেলা রক্ষা ক'র্‌তে। এদিকে তুমি ব'ল্‌ছ মেলা তারা আক্রমণ ক'র্‌বে না। আমি ত' কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা জীবানন্দ !

জীবানন্দ। কূট ইংরাজদের চাল বোঝা শক্ত। তারা প্রচার করেছে মেলা আক্রমণ ক'র্‌বে, শুধু এই জন্যে যে পদচিহ্নের গড় খালি ক'রে সমস্ত সৈন্য মেলায় চ'লে আস্‌লে সেই অবসরে এবং সুযোগে তারা পদচিহ্ন আক্রমণ ক'রে অনায়াসে দুর্গ অধিকার ক'রে ব'স্‌বে !

মহেন্দ্র। এ কি সত্য জীবানন্দ ?

জীবানন্দ। সমস্তই সত্য ! ইংরাজরা পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা ক'রেছে। তারা এই টিলার ওপারে র'য়েছে এবং তাদের গুপ্তচরের মুখে এপারে তোমাদের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে কামান নিয়ে

টিলায় উঠ্‌ছে! যারা আগে টিলার ওপরে উঠ্‌তে পার্‌বে তাদেরই আজ জিত্‌। চল—চল মহেন্দ্র! আর দেরী ক'রোনা।

মহেন্দ্র। কিন্তু মহারাজকে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা না ক'রে······

জীবানন্দ। সে ব্যবস্থা আমি আগেই ক'রেছি ভাই! নবীনানন্দ গেছে মহারাজকে সংবাদ দিতে,—আমি এসেছি তোমার কাছে। আমরা যদি কয়েক দণ্ড ইংরাজদের প্রতিরোধ ক'র্‌তে পারি, তবে আনন্দমঠ থেকে বহু সন্তান-সৈন্য এসে প'ড়বে। তখন আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হ'ব। চল—চল সন্তানগণ—টিলায় চড়! শত্রুসেনা ধ্বংস কর! বল—"হরে মুরারে!"

সকলে। "হরে মুরারে!"

[সকলে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই সময় ইংরাজদের কামানের মুখ টিলার উপরে দেখা গেল।]

জীবানন্দ। দাঁড়াও! দাঁড়াও সকলে! ঐ দেখ টিলার ওপরে শত্রুর কামান। সাবধান হুঁসিয়ার;—

[বলিতে বলিতে সেই কামান হইতে অগ্নিবর্ষণ হইল এবং গোলার আঘাতে বহুসৈন্য ধরাশায়ী হইল।]

জীবানন্দ। ভয় নেই! ভয় নেই ভাই! আমরা ঐ কামান কেড়ে নেব। চল—অগ্রসর হ'ও!

[কেহই অগ্রসর হইল না।]

কি! তোমরা কেউ যাবে না?—এত প্রাণের ভয়? ছিঃ ছিঃ—তোমরা না সন্তান? বেশ,—আমি একাই যাচ্ছি—একাই ঐ কামান কেড়ে নোব। মহেন্দ্র,আমি চ'ল্‌লাম—নবীনানন্দকে ব'লো—লোকান্তরে তার সঙ্গে দেখা হবে।

[জীবানন্দ টিলার উপর উঠিতে লাগিলেন।]

মহেন্দ্র। সন্তানগণ! তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য—তোমাদের ধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়েছ! ঐ দেখ জীবানন্দ তার কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যে মৃত্যুর মুখেও বীরের মত অগ্রসর হ'য়েছেন! তোমরা কি এতই কাপুরুষ যে মৃত্যুকে ভয় ক'র্‌বে? মৃত্যুর ভয়ে মায়ের কাজ ক'র্‌তেও পিছিয়ে আস্‌বে?

সকলে। না—না, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না।

মহেন্দ্র। তবে এস! জীবানন্দ মায়ের জন্যে প্রাণ দিতে জানে আর আমরা জানি না! এস—এস!

সকলে। জানি—জানি—আমরাও ম'র্‌তে জানি! বন্দে মাতরম্‌!

[মহেন্দ্র অগ্রে এবং সকলে তৎপশ্চাৎ টিলায় আরোহণ করিতে লাগিল। বহু সন্তান-সৈন্য শিবির হইতে আসিয়া টিলার নিম্নে সমবেত হইলে। তখন আবার ইংরাজের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং বহু সন্তান-সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল।]

সকলে। বন্দে মাতরম্‌!

[সন্তানগণ টিলায় উঠিতে লাগিল। ঠিক এই সময় অপর টিলার উপরে সারি সারি কামানের মুখ দেখা দিল এবং একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া ইংরাজদের উপর গোলাবর্ষণ করিল। দেখা গেল কামান-শ্রেণীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সত্যানন্দ। হাতে তাঁহার সন্তানের ধ্বজা এবং তাঁহার পার্শ্বে জ্ঞানানন্দ, ধীরানন্দ, নবীনানন্দ প্রভৃতি বহু সন্তান।]

সত্যানন্দ। হরে মুরারে!

সকলে। হরে মুরারে!

মহেন্দ্র। সন্তানগণ! আর ভয় নেই! ঐ দেখ অপর টিলার উপরে সন্তানদের কামান। ঐ দেখ প্রভু ধ্বজা ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে

আছেন। আজ স্বয়ং মুরারি রণে অবতীর্ণ—লক্ষ সন্তান টিলার উপরে! আর ভয় নেই—আর ভয় নেই!……
বল—"হরে মুরারে…"

সকলে। হরে মুরারে।

[এই সময় ইংরাজদের কামান আর একবার গর্জ্জন করিল। কিন্তু অপর দিক হইতে সন্তানদের কামান একসঙ্গে গোলাবর্ষণ করিয়া ইংরাজদের কামান স্তব্ধ করিয়া দিল। ইংরাজসৈন্য সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অপর শিখর হইতে সন্তান সেনাগণ সোল্লাসে চীৎকাব করিয়া উঠিল, তাহাতে টিলার নিম্নস্থ সন্তানগণও যোগ দিল।]

সকলে। "হরে মুরারে! বন্দে মাতরম্!"

[তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রণক্ষেত্র ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার হইয়া গেল। যুদ্ধ সমাপ্ত, চারিদিক নিস্তব্ধ; সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্য হইতে শুধু আহত ও মুমূর্ষু সৈন্যদের যন্ত্রণা-কাতর বিলাপ শোনা যাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সন্তানগণসহ সত্যানন্দ রণক্ষেত্রে আসিলেন এবং সন্তানগণসহ আহতদের অপসারণ করিতে লাগিল। মশালের আলোকে দেখা গেল রণক্ষেত্র মৃতদেহে পরিপূর্ণ।

সত্যানন্দ। [অল্পক্ষণ পরে চারিদিকে দেখিয়া]—আর আহত কেউ প'ড়ে আছে ব'লে ত' মনে হ'চ্ছে না!

জ্ঞানানন্দ। না মহারাজ! আর কেউ নেই!

সত্যানন্দ। ক'জন ইংরাজ-সৈন্য জীবিত অবস্থায় ফিরে গেছে জ্ঞানানন্দ?

জ্ঞানানন্দ। একজনও না প্রভু!

সত্যানন্দ। এড্ওয়ার্ড্স্—ডানিওয়ার্থ ?……

জ্ঞানানন্দ। শত্রুপক্ষের একজনও বেঁচে নেই প্রভু, যে এ দুঃসংবাদ নিয়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কাছে যাবে !

সত্যানন্দ। উত্তম ! এবার তোমরা যাও জ্ঞানানন্দ,—আমাকে এইখানে একটু একা থাক্‌তে দাও।

জ্ঞানানন্দ। প্রভু !

সত্যানন্দ। কিছু ব'ল্‌বে জ্ঞানানন্দ ? বল—বল !

জ্ঞানানন্দ। প্রভু, আপনার রণক্লান্ত মুখের পানে চেয়ে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে !

সত্যানন্দ। কিসের ভয় ?

জ্ঞানানন্দ। আপনাকে হারাবার ভয় প্রভু !

সত্যানন্দ। [হাসিয়া] তাতে দুঃখ কর্‌বার কি আছে জ্ঞানানন্দ ! যার কাজ শেষ হ'য়েছে তাকে ত' যেতেই হবে। থাক্‌বার অধিকার ত তার আর নেই !

জ্ঞানানন্দ। আপনারও কি কাজ শেষ হ'য়েছে প্রভু ?

সত্যানন্দ হ'য়েছে।

জ্ঞানানন্দ। কিন্তু এখনও ত' রাজদণ্ড সন্তানের হাতে আসেনি !

সত্যানন্দ। আস্‌বে। সে কাজ তোমাদের। আমার কাজ ছিল তোমাদের জাগ্রত করা—তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা ! তোমরা জেগেছ—তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়েছ—জননী জন্মভূমির জন্যে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছ। আমার মনস্কাম এতদিন পরে সিদ্ধ হ'য়েছে।

জ্ঞানানন্দ ! বুঝ্‌তে পার্‌ছি প্রভু, আর আপনাকে ধ'রে রাখা যাবে না। কিন্তু আপনাকে হারালে সমগ্র সন্তান দুঃখে অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌বে।

সত্যানন্দ। ছিঃ, জ্ঞানানন্দ! তুমি সন্তান—তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না! শোন, এই রাত্রেই আহতদের বহন ক'রে তোমরা আনন্দমঠে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর! তারা সুস্থ হ'লে সন্তান-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এবং বিস্তারে মনযোগ দিও। তোমার ওপরই আজ আমি আনন্দমঠের ভার অর্পণ কর্‌লাম জ্ঞানানন্দ! মহেন্দ্র তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ক'র্‌বে।

জ্ঞানানন্দ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু, যেন এই গুরুভার আমি বহন ক'র্‌তে পারি।

সত্যানন্দ। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—এভার তুমি বহন ক'র্‌তে পার্‌বে। এবার তবে যাও জ্ঞানানন্দ!

জ্ঞানানন্দ। যাবার আগে আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু!

[জ্ঞানানন্দ তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ তাহার মস্তকোপরি হাত রাখিলেন। পরে উঠিয়া সন্তানগণসহ জ্ঞানানন্দ প্রস্থান করিলেন। সেই অন্ধকার স্তব্ধ রণক্ষেত্রে মৃতের স্তূপের মধ্যে একা সত্যানন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন টিলার অন্তরালে চাঁদ উঠিল। রণক্ষেত্রের অন্ধকার কিছু কিছু দূর হইল। সেই আলো-অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল সত্যানন্দের মূর্ত্তি ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া আছে। সহসা যুক্তকরে তিনি কাহাকে প্রণাম করিলেন। পরে বলিলেন]

সত্যানন্দ। হে রাজাধিরাজ! তোমার কৃপায় আজ আমার মনস্কাম সিদ্ধ হ'ল! আমি যা' ক'রেছি তা' যে তুমিই নিজে ক'রেছ সে কথা আমি বুঝেছি। আমায় দিয়ে তোমার কাজ তুমিই সম্পাদন ক'রেছ। এবার তোমার কাছে আমাকে যেতে

হবে! সেই অভিযানই আজ থেকে সুরু ক'র্লাম।
[সত্যানন্দ দুই টিলার মধ্যস্থ উপত্যকাভূমি দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন। আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। টিলার অন্তরালের চাঁদ টিলার শীর্ষে আত্মপ্রকাশ করিল। নির্মল জ্যোৎস্নালোকে মৃতদেহ পরিপূর্ণ রণক্ষেত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল! টিলার একপার্শ্বে ক্ষীণ ক্রন্দন-শব্দ শ্রুত হইল, এবং একটু পরেই নবীনানন্দ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। মাথার কেশ চূড়া করিয়া বাঁধা, পরিধানে সন্ন্যাসীর বেশ। মৃতদেহের নিকট যাইয়া সে কাহাকে খুঁজিতে লাগিল এবং মৃদু মৃদু কাঁদিতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে স্পষ্ট দেখা গেলেও সে যে নারী তাহা বোঝা যাইতেছে না। অনুসন্ধান করিতে করিতে সে সকল মাঠে ফিরিল, কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছে তাহাকে পাইল না। তখন সেই শব-রাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।]

নবীনানন্দ। ভগবান! আমার সব আশা—সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুর্মার ক'রে দিলে! কেন?—কেন?—কেন?

[সহসা টিলার পার্শ্ব হইতে এক জটাজূটধারী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন!]

মহাপুরুষ। ওঠো মা, কেঁদো না! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজে দিচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে এস।

[মহাপুরুষ রণক্ষেত্রের মধ্যে যাইলেন, তাহার পিছনে নবীনানন্দ অর্থাৎ ছদ্মবেশী শান্তি। মধ্যে কয়েকটি মৃত-দেহ স্তূপাকারে ছিল, তাহা সরাইয়া তিনি নিম্ন হইতে জীবানন্দের মৃতদেহ টানিয়া বাহির করিলেন।]

মহাপুরুষ। এই নাও মা,—জীবানন্দের মৃতদেহ !

[নবীনানন্দ অর্থাৎ শান্তি মৃতদেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।]

নবীনানন্দ। প্রভু! প্রভু! এমন ক'রে আমাকে একা ফেলে কেন চ'লে গেলে ? যদি গেলে তবে আমাকেও সঙ্গে নিলে না কেন ?

[কাঁদিতে লাগিল।]

মহাপুরুষ। অধীর হয়োনা শান্তি—কেঁদোনা। জীবানন্দ কি সত্যই মারা গেছে ? স্থির হ'য়ে ওর দেহ পরীক্ষা ক'রে দেখ দেখি !

নবীনানন্দ। [পরীক্ষা করিয়া] না প্রভু, দেহ হিমশীতল, প্রাণের কোন চিহ্ন নেই ! একি হ'ল—একি হ'ল প্রভু ?

[কাঁদিতে লাগিল।]

মহাপুরুষ। তুমি ভয়ে হতাশ হ'য়েছ। আচ্ছা সর—আমি একবার দেখি। [মহাপুরুষ তাহার দেহ স্পর্শ করিলেন ও কি দেখিলেন।] এইবার তুমি দেখ।···কি দেখছ ?

নবীনানন্দ। একি আশ্চর্য্য ! দেহে আবার যে উত্তাপ ফিরে এসেছে !

মহাপুরুষ। বুকে স্পন্দন আছে কিনা কান পেতে শোন ত !

নবীনানন্দ। তাইত'—হৃদ্‌পিণ্ড যে ধক্ ধক্ ক'র্‌ছে ! আপনি কে প্রভু ?

মহাপুরুষ। আমি চিকিৎসক, মা ! আমার এই কমণ্ডলুতে যে জল আছে তার সঙ্গে অব্যর্থ ওষুধ মেশান আছে। এই কমণ্ডলুর জল জীবানন্দকে পান করাও,—তা'হলে সে শীঘ্রই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে।

নবীনানন্দ। [সাগ্রহে] দিন্ প্রভু !

[কমণ্ডলু লইয়া তাহার জল তাহাকে পান করাইল, পরে

জীবানন্দের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।]

জীবানন্দ। কে? কে তুমি?—কে তুমি?

নবীনানন্দ। আমি—আমি। আমায় চিন্‌তে পারূছ না! আমি নবীনানন্দ—তোমার শান্তি।

জীবানন্দ। শান্তি? শান্তি?—আমি কোথায় শান্তি?

নবীনানন্দ। তুমি রণক্ষেত্রে!

জীবানন্দ। রণক্ষেত্রে?...ও মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে। মনে প'ড়েছে। যুদ্ধ কি থেমে গেছে শান্তি? রণস্থল স্তব্ধ কেন?

নবীনানন্দ। যুদ্ধ অনেকক্ষণ থেমে গেছে।

জীবানন্দ। কাদের জয় হ'ল?

নবীনানন্দ। তোমার। সন্তানরা আজ বিজয়ী।

জীবানন্দ। সত্যি? সত্যি শান্তি? সন্তানরা বিজয়ী!

[জীবানন্দ উঠিয়া বসিল।]

নবীনানন্দ। উঠোনা—উঠোনা—তুমি এখনও দুর্ব্বল।

জীবানন্দ। কৈ দুর্ব্বল ব'লে মনে হচ্ছে না ত'! আমার কি হয়েছিল?

নবীনানন্দ। কি হ'য়েছিল তা জানি না—বোধ হয় মৃত্যুই হয়েছিল।

জীবানন্দ। কি ব'ল্‌ছ তুমি, যদি মৃত্যুই হ'য়েছিল তবে বাঁচ্‌লাম কি ক'রে?

নবীনানন্দ। এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ এসে তোমাকে বাঁচিয়েছেন।

জীবানন্দ। কে তিনি?

নবীনানন্দ। তাও জানি না,—চিকিৎসক ব'লে তার পরিচয় দিলেন।

জীবানন্দ। কোথায় তিনি?

নবীনানন্দ। এই ত' দাঁড়িয়ে...[মুখ ফিরাইয়া] এ কি! সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন? কি আশ্চর্য্য!

জীবানন্দ। বুঝেছি শান্তি, দেবতার করুণা আজ আমাদের ওপর বর্ষিত হ'য়েছে। সন্ন্যাসীর দেখা আর পাব না! আমার শরীরে আর কোন গ্লানি নেই। চল আমরা আনন্দমঠে ফিরে যাই!

নবীনানন্দ। না। আনন্দমঠে আর ফিরে যাব না।

জীবানন্দ। কেন শান্তি?

নবীনানন্দ। যার কার্য্যোদ্ধার হ'য়েছে, এ দেশ সন্তানের হ'য়েছে। তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সন্তান-ধর্ম্মের জন্যে দেহত্যাগ ক'রেছিলে। এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর অধিকার নেই। এখন শুধু তুমি আমার—আর আমি তোমার। তোমাকে আর আমি ছেড়ে দেব না।

জীবানন্দ। তবে কোথায় যাবে চল।

নবীনানন্দ। এস,—আমার হাত ধর। এই রাত্রির রণক্ষেত্র থেকে মৃত্যুর মহাশ্মশানকে পেছনে ফেলে রেখে চল আমরা নব জীবনের প্রভাতের পথে যাত্রা করি। জীবনের সাধনা তার বিসর্জ্জনে নয়—তার পরিপূর্ণতায়। সে পূর্ণতা আমাদের লাভ ক'রতে হবে। এস,—আলোকিত দিবসের মাঝে ফিরে গিয়ে আবার আমরা আমাদের হারানো নীড় রচনা করি। [তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে উপত্যকার পথে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে তাহাদের গতিশীল দেহের ছায়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া অবশেষে কোথায় মিলাইয়া গেল!]

সমাপ্ত